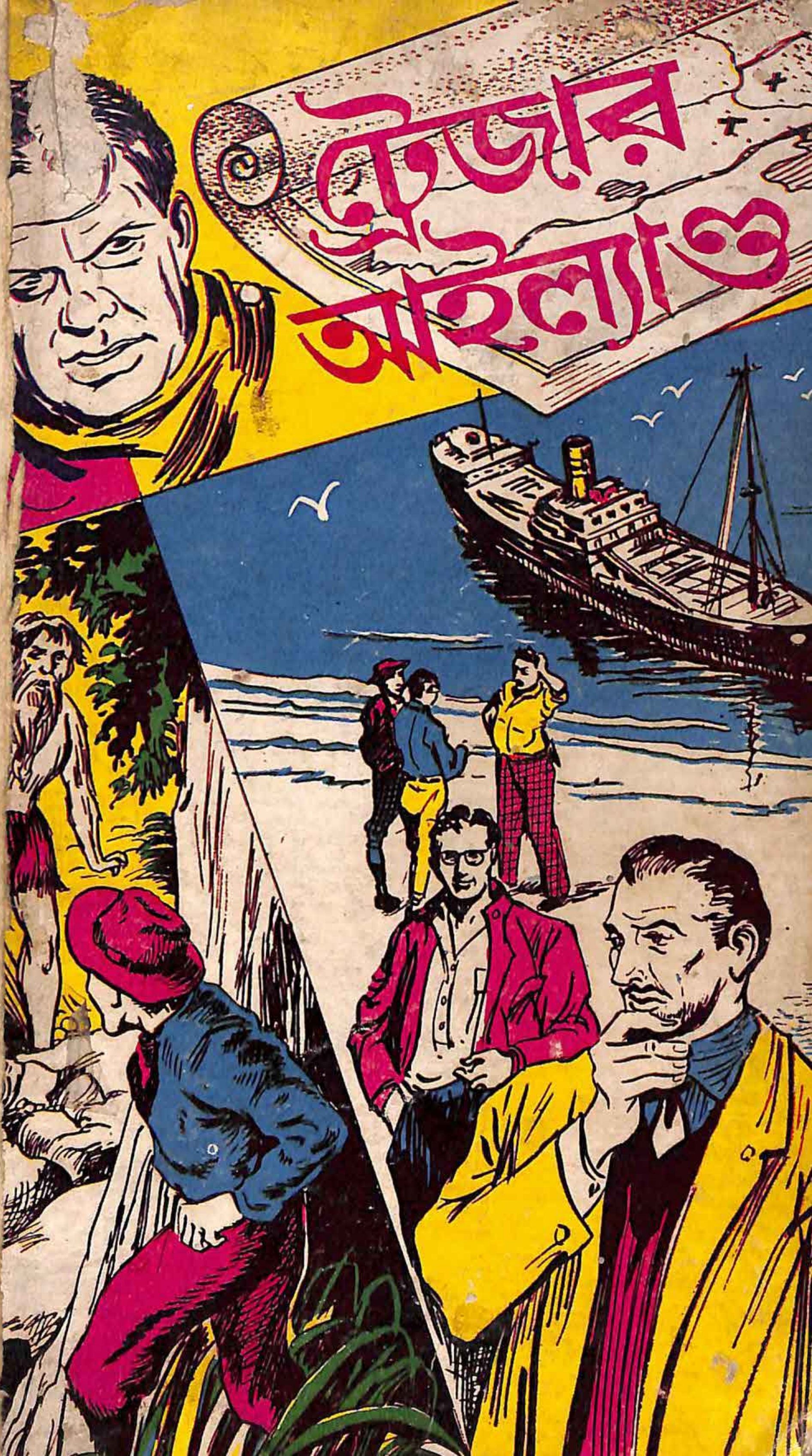

ট্রেজার
আইল্যাণ্ড



ট্রেজার আইল্যাণ্ড

শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া, ১৩৬৯

প্রচ্ছদপট ঃ
শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ পাল

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

দাম ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

ভূমিকা

'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বিশ্ববিখ্যাত এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের এই বইখানি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছে। স্টিভেনসনের ছোটদের জন্য প্রথম বই 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'। বইটি প্রথমে 'দি সি কুক' নামে ১৮৮২ সালে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের লেখক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তারপরে তিনি আরও কয়েকখানি বই লিখেন। প্রতিটি বইই ছোটদের খুব প্রিয়।

'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী। একদল বেরিয়েছিল গুপ্তধনের সন্ধানে, তাদের চলার পথে দেখা দিয়েছিল কত বাধা আর কত বিপদ—তার বর্ণনা রয়েছে এই বইতে। আমার দেশের ছোট ছোট পাঠক পাঠিকাদের জন্য এই গল্পটির ভাবানুবাদ প্রকাশিত হল, বই ছোট করার জন্য অনেক স্থলে কাহিনীকে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

যাদের জন্য এই বই প্রকাশিত হল তাদের ভাল লাগলেই পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি—

প্রভাসরঞ্জন দে

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

আজ থেকে অনেক দিন আগে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এক দ্বীপে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু গুপ্তধনের সবটুকু নিয়ে আসতে পারি নি। সেখানে আর আমাদের যাবার ইচ্ছে নেই। আমাদের অভিযানের সব কথা শুনে কেউ হয়ত সে দ্বীপে যাবে, নিয়ে আসবে বাকি ধন-রত্ন এই আশাতেই ডাক্তার লিভেসি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশে ফিরে আমি যেন 'ট্রেজার আইল্যাণ্ডের' কথা লিখি। ডাক্তারকে কথা দিয়েছিলাম সেখানকার কথা লিখব, সবাইকে জানাব সেই দ্বীপের কথা। তাই আজ আমি কলম আর কাগজ নিয়ে বসেছি সেই দ্বীপের কথা লিখবার জন্য।

অনেকদিন আগের কথা, সব কথা এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, বয়স ছিল খুবই কম। বাবা তখন জীবিত ছিলেন। বাবার একটা হোটেল ছিল, নাম ছিল "এড্‌মিরাল বেন বো।"

একদিন আমাদের হোটেলের দরজায় হাজির হল এক নাবিক, তার গায়ে ছিল নীল রঙের একটা নোংরা কোট। সেই লম্বা লোকটার গালে কয়েকটা সাদা সাদা লম্বা লম্বা দাগ ছিল, বোধ হয় সেগুলো আঘাতের চিহ্ন। তার পিছনে ঠেলা গাড়ীতে ছিল একটা মস্ত বড় কাঠের সিন্দুক। সে ভাঙ্গা গলায় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছিল—

মরা মানুষের সিন্দুকে
পনেরো জন ভাসছে
হোঃ হোঃ হোঃ চল জোরসে।

হোটেলের ভেতরে লোকটা ঢুকল। বাবা নতুন লোক দেখে এগিয়ে গেলেন।

লোকটা কিন্তু বাবার কাছে হোটেলের বিষয়ে কোন কথাই জানতে চাইল না। শুধু বলল—"আমার জন্য এক বোতল মদ নিয়ে এস।"

মদ এলে বোতল থেকে মদ খেতে খেতে সে বলল—"জায়গাটা বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে লোকজন কেমন আসে ?"

বাবা বললেন—"খুব কম লোকই এখানে আসে। তাইতো—"

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই যারা ঠেলা গাড়ীতে করে সিন্দুকটি নিয়ে এসেছে লোকটি তাদের বলল—"সিন্দুকটি ঘরের ভেতরে রেখে দাও।"

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—"আমি ভাবছি এখানে কয়েকটা দিন থাকব। আমাদের জাহাজটা না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। আমার জন্য চিন্তা নেই। আমি একজন সাধারণ লোক, আমার খাবারের জন্য ভাবনা নেই। শুধু এক বোতল মদ আর মাংস আর কয়েকটা ডিম হলেই চলবে। আমাকে তোমরা কি বলে ডাকবে ?—ক্যাপ্টেন বলেই ডাকবে।"

খানিকক্ষণ পরে কোটের পকেট থেকে তিনটি মোহর বের করে বাবার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল—"এতে যতদিন চলে চলুক। ফুরিয়ে গেলেই আমার কাছ থেকে আবার চেয়ে নেবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, তার পরই আবার সে বলল—"ডোভারে যখন ছিলেম তখন এখানে কোন ভাল হোটেল আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। তখনই রয়্যাল জর্জ হোটেলে শুনেছিলাম উপকূলে একটা ভাল হোটেল আছে। এখন মনে হচ্ছে এই হোটেলটির কথাই বোধ হয় বলেছিল। জায়গাটি খুব নিরিবিলি বলেই মনে হয়, আমি এরকম জায়গাই খোঁজ করছিলাম।"

যে ঘরটিতে ক্যাপ্টেনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরটি বাবা তাকে দেখিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সবার সঙ্গে খুব কম কথা বলে। ভোর বেলায় হোটেল থেকে বের হয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে দূরবীন চোখে দিয়ে সমুদ্রের এদিকে ওদিকে কি যেন দেখে। সমুদ্রের ধারেই ছিল একটা উঁচু টিলা। মাঝে মাঝে সেই টিলায় গিয়ে দাঁড়ায় আর খানিক পরেই সেখান থেকে হোটেলে ফিরে এসে মদের বোতল নিয়ে বসে। এ ভাবেই একটা একটা করে দিন কেটে গিয়ে মাস শেষ হয়ে গেল কিন্তু হোটেল ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সে প্রায়ই আমাদের কাছে জানতে চাইত কোন নতুন নাবিককে দেখতে পাওয়া গিয়েছে কিনা। প্রথম প্রথম আমরা ভাবতাম, হয়ত সে সঙ্গী চায় কিন্তু দিন কয়েক পরেই বুঝলাম তা' নয়, কারণ সে কারও সঙ্গে কথা বলত না।

কয়েকদিন পরে ক্যাপ্টেন আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল। আমি তার কাছে হাজির হলে সে বলল—"তুমি যদি আমার একটা কাজ কর তবে তোমাকে প্রতি মাসে চার পেনী করে দেব।"

আমি জানতে চাইলাম—"কি কাজ?"

ক্যাপ্টেন বলল—"তুমি লক্ষ্য রাখবে এক-পা-ওয়ালা কাউকে এখানে দেখা যায় কিনা। যদি ঐ রকম কাউকে দেখতে পাও তখনই আমাকে খবর দেবে। পারবে ত?"

আমি বললাম—"নিশ্চয়ই পারব।"

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন খুব খুশী হল।

মাঝে মাঝে সে আমার কাছে জানতে চাইত আমি এক-পা' ওয়ালা কোন লোককে দেখতে পেয়েছি কিনা। আমি পথ চলতে চলতে চার দিকে তাকিয়ে দেখতাম কোন এক-পা'-ওয়ালা লোককে দেখা যাচ্ছে কিনা। কিন্তু এক-পা'ওয়ালা লোকের দেখা মিলে নাই। দেখতে দেখতে আরও একটি মাস কেটে গেল।

মাসের শেষে আমি আমার চার পেনীর জন্য ক্যাপ্টেনের ঘরে

গেলাম। পয়সার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এমন কট্‌মট্‌ করে সে আমার দিকে তাকাল যে আমি ভয় পেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এসে ছিলাম।

কয়েকদিন পরে ক্যাপ্টেন নিজেই আমাকে তার কাছে ডেকে নিয়ে গেল আর চারটি পেনী আমার হাতে দিয়ে বলল—আমি যেন ভাল করে লক্ষ্য রাখি এক-পা' ওয়ালা কাউকে এখানে দেখা যায় কিনা।

তারপর থেকে নিয়মিত ভাবে আমার পাওনা পেতে লাগলাম। এভাবে ধীরে ধীরে আমার পকেটে কিছু-কিছু পয়সা জমা হতে লাগল।

দিন যায়, কিন্তু ক্যাপ্টেনের যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সে প্রথম দিনে যে তিনটি মোহর দিয়েছিল তারপর আর একটা পয়সাও দেয় নি। বাবা যখনই টাকার কথা বলতেন তখনই ক্যাপ্টেন কট্‌মট্‌ করে লাল চোখে তাকিয়ে, কোমরের তরোয়ালে হাত রেখে দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করতে থাকত। বাবা ভয় পেয়ে তার সামনে থেকে পালিয়ে আসতেন।

টাকা না দিলে কি হয়, দিনের পর দিন তার মদের চাহিদা বেড়েই চলেছিল।

হঠাৎ বাবা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবাকে দেখবার জন্য ডাক্তার লিভেসি আমাদের হোটেলে এলেন। লিভেসি একজন নাম-করা ডাক্তার। তিনি বাবাকে খুব ভালবাসতেন তাই বাবার অসুখের খবর পেয়ে চলে এলেন। বাবাকে দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করে নীচে নেমে গেলেন।

আমাদের হোটেলে ছোলা না থাকায় যে ঘোড়াটিতে চড়ে ডাক্তার এসেছিলেন সে ঘোড়াটিকে ছোলার জন্য পাশের গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার বাবাকে দেখে যখন নীচে নেমে এলেন তখনও ঘোড়াটি গাঁ থেকে ফিরে আসে নি, তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে নীচে অপেক্ষা করতে হল।

ডাক্তার নীচে নেমে দেখলেন ক্যাপ্টেন গল্প বলছে আর তাকে

ঘিরে বসে রয়েছে গাঁয়ের ক'জন লোক। ক্যাপ্টেন তাদের কাছে জলদস্যুদের গল্প বলছে। জলদস্যুরা কি করে যাত্রী জাহাজ আক্রমণ করে ধনরত্ন কেড়ে নেয়, দস্যুরা নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে সঙ্গীদের হাতে প্রাণ হারায়। এমনি অনেক গল্প সে প্রায় বলে গাঁয়ের লোকের কাছে। আর মাঝে মাঝে গায় তার প্রিয় গানটি—

মরা মানুষের সিন্দুকে
পনেরো জন ভাসছে
হোঃ হোঃ হোঃ চল জোরসে—

সবাই মনোযোগ দিয়ে গল্প শোনে। গল্প শোনবার জন্যই আজকাল অনেকেই আমাদের হোটেলে আসে।

ডাক্তার গল্পের আসরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে অনেকে গল্পের আসর থেকে উঠে ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল আর নিজেদের শরীরের কথা বলে নানা রকমের উপদেশ নিতে লাগল। দেখতে দেখতে ডাক্তারের চারপাশে ভিড় জমে উঠল।

ক্যাপ্টেন যখন দেখল তার আসরের লোক ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে তখন সে রেগে গেল। ডাক্তারের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বলল—"কে তুমি? কোন্ সাহসে কথা বলে এখানে গোলমাল করছ? চুপ কর, না হলে বিপদ হবে।"

ডাক্তার বললেন—"আমাকে কি কিছু বলছেন?"

ক্যাপ্টেন বলল—"হ্যাঁ, চুপ কর।"

ডাক্তার বললেন—"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

রূঢ় ভাষায় ক্যাপ্টেন বলল—"কি বলবে বল?"

ডাক্তার বললেন—"আপনি মদ খাওয়া কমিয়ে ফেলুন। তা' না হলে অল্প দিনের ভিতর আপনাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।"

ডাক্তারের কথা শুনে ক্যাপ্টেন রেগে গেল, কোমর থেকে বড় ছোরা বের করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেল।

তাই দেখে ডাক্তার একটু হাসলেন আর বললেন—"হাত থেকে ছোরা নামিয়ে রাখ। যদি আমার কথা না শোন তা' হলে তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কে দেব। তুমি ভুলে যেও না—আমি এ অঞ্চলের একজন ম্যাজিস্ট্রেট।"

ক্যাপ্টেন কথাটা শুনে একটু ভয় পেয়ে গেল, সে আবার তার জায়গায় গিয়ে বসল।

ডাক্তার বললেন—"এখানে যে বদ মেজাজের লোক এসেছে তা' আমার জানা ছিল না। তবে আজ যখন জেনেছি তখন আর ভয়ের কারণ নেই। মনে রেখ, যদি এখানে তুমি কিছু কর তবে এখান থেকে তোমাকে বের করে দেবার ব্যবস্থা আমি করব।"

ডাক্তারের ঘোড়াটি এসে পড়ল, কথা বলে তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না, ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন নিজের বাড়ীর দিকে।

এই ঘটনার পর থেকে ক্যাপ্টেন খুব শান্ত হয়ে গেল, মাঝে মাঝে তাকে বলতে শোনা যেত, "কয়েক দিনের ভিতর চলে যেতে হবে।" কিন্তু মুখে সে কথা বললেও হোটেল ছেড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

এদিকে বাবার অবস্থা দিন দিন খুবই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তারও বাবার প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেন। হোটেলের সমস্ত দায়িত্ব পড়ল আমার আর মায়ের উপর।

ক্যাপ্টেন প্রথম দিন যে টাকা দিয়েছিল তারপর আর একটা পয়সাও দেয় নাই। কিন্তু পয়সা না দিলে কি হয় মদের চাহিদা তার দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল, তাই মদের জন্য দোকানে আমাদের দেনাও হয়েছিল প্রচুর।

আমরা ভয়ে টাকা-পয়সা চাইতুম না। আমাদের মনে সকল সময় ভয়, টাকা চাইলেই হয়ত ক্যাপ্টেন আমাদের খুন করে ফেলবে।

একদিন ভোরে আমি ক্যাপ্টেনের খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখছিলাম, ক্যাপ্টেন তখন অন্য দিনের মত দূরবীনটি নিয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়েছে। সে সময়ে অপরিচিত একটি লোক আমাদের হোটেলে এল। এর আগে কখনও তাকে আমি এ অঞ্চলে দেখি নি।

নতুন লোক দেখে আমি তাকে বসতে বললাম। সে আমার কাছে এক বোতল মদ চাইল।

আমি মদ এনে দিলাম, মদ খেয়ে সে বলল—"আমার বন্ধু বিল কি এখানে থাকে?"

আমি বললাম—"না, ও-নামে এখানে কেউ থাকে না।"

—"থাকে না! তবে কি আমি ভুল সংবাদ পেয়েছি?"

—"কিছু দিন হয় এখানে একজন এসেছেন। আমরা তার নাম জানি না। তবে আমরা সবাই তাকে ক্যাপ্টেন বলেই ডাকি।"

—"ক্যাপ্টেন? আচ্ছা তার গালে কি কাটা দাগ আছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তবে আর কোন সন্দেহ নেই, ওরই নাম বিল। সে এখন কোথায়?"

আমি সমুদ্রের দিকটা দেখিয়ে বললাম—"ঐ দিকে বেড়াতে গেছে।"

—"সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।"

খানিকক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেনকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ক্যাপ্টেনকে আসতে দেখেই দরজার পাশে সে লুকিয়ে রইল। আমি এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সে তখন আমার কানের কাছে মুখটি নিয়ে চুপি চুপি বলল—"তুমি চুপ করে থাকবে, যদি তোমার মুখ থেকে একটি কথা বের হয় তবে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

ক্যাপ্টেন ঘরে এসে খাবার টেবিলে বসলে, লোকটি দরজার পাশ থেকে ডাকল—"বিল !"

কথাটি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন খুব ভয় পেয়ে গেল, এত ভয় পেয়ে গেল যে মুখ একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কিন্তু মুখ থেকে তার একটি কথাও বের হল না।

লোকটি তখন ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে গেল ও বলল—"বিল, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না ?"

—"ব্ল্যাক ডগ।"

—"হাঁ। পুরানো বন্ধু বিলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আজ এখানে ছুটে এসেছি। তোমার দেখা পাবার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। ক্ষিদে লেগেছে তাই খেতে খেতেই কথা বলা যাবে। তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে ?"

এগিয়ে এসে সে খাবারের টেবিলের একদিকে বসল আর ক্যাপ্টেন বসল অপর দিকে। আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

এদের ছু'জনের ভেতর কি আলাপ হয় তা শোনার আমার খুব ইচ্ছে ছিল, তাই আমি কাজের অজুহাতে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল বলে তাদের কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ঘরের ভেতরে কিসের একটা আওয়াজ হল। আমি ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, টেবিলটা উল্‌টে রয়েছে আর ছু'জনের হাতেই ছু'খানি তলোয়ার।

আমি কি করব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে লোকটি এক দৌড়ে চলে গেল, তার কাঁধ থেকে রক্ত পড়ছিল। দেখতে পেলাম তার কাঁধে লেগেছে তলোয়ারের আঘাত। লোকটা হোটেল থেকে বেরিয়ে আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম ঘরের দেওয়াল ধরে ক্যাপ্টেন টলছে।

আমাকে দেখে ক্যাপ্টেন বলল—"আমাকে এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে। তুমি এক বোতল মদ নিয়ে এস, দেরী করো না।"

আমি পাশের ঘর থেকে এক বোতল মদ নিয়ে এসে দেখি ঘরের মেঝেতে ক্যাপ্টেন শুয়ে রয়েছে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের মেঝেতে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে মা নীচে থেকে ছুটে এলেন। তার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে বললেন—"তোমার বাবার অবস্থা খারাপ আবার তার উপর দেখা দিল নতুন বিপদ। এখন যে কি করব তা' ভেবেই পাচ্ছি না।"

আমাদের ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে, যখন আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব, ঐ সময়ে বাবাকে দেখবার জন্য ডাক্তার লিভেসি আমাদের হোটেলে এলেন। ডাক্তারকে দেখে আমাদের ভরসা হল।

আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তারকে উপরের ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—"তোমরা যা ভয় করেছিলে তা নয়, আঘাতের ফলে এরকম হয় নি, এ আর কিছুই নয় অত্যধিক মদ খাওয়ার ফল। এবারটা হয়ত কোনও মতে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু এর পরে ওকে মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে, যদি বন্ধ না করে তবে এরপরে আর হয়ত বাঁচবে না।"

ডাক্তার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর নিজের কাজ সুরু করলেন। ব্যাগ থেকে একটা ছোরা বের করে ক্যাপ্টেনের হাতের একটা শিরা কেটে ফেললেন, প্রচুর রক্ত পড়ল।

খানিকক্ষণ পরে ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলেই ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পেছনে আমাকে দেখতে পেয়ে মনে হল ভয় খানিকটা কমল। আমার কাছে জানতে চাইল ব্ল্যাক ডগ্ হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছে কিনা।

ডাক্তার বললেন—"ব্ল্যাক ডগের কথা এখন ভুলে যাও। যদি বাঁচতে চাও তবে মদ খাওয়া বন্ধ কর।"

তারপর আমরা সবাই মিলে ক্যাপ্টেনকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম।

সপ্তাহ কয়েক পরে ক্যাপ্টেন একটু সুস্থ হল। কিন্তু সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদের জন্য চেঁচামেচি সুরু করল। আমরা বাধ্য হয়ে তাঁকে চুপ করাবার জন্য মদ দিতাম।

এদিকে বাবার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হতে লাগল। একদিন রাত্রে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার সময়ে আমাদের উপর একটা বিরাট ঋণের বোঝা রেখে গেলেন। কি ভাবে যে কি হবে তা ভাবতে ভাবতে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম, কোন সমাধানের পথই খুঁজে পেলাম না।

বাবা যেদিন মারা গেলেন তার পরের দিনের কথা,—

মন আমার মোটেই ভাল ছিল না, আমি বিকালে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

রাস্তাতে লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি এক অন্ধ আমাদের হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে কেউ ছিল না, সে একা একাই এগিয়ে আসছিল।

অন্ধ লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল—"আশে পাশে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে। যদি সত্যি-সত্যি কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন আমি কোথায় এসেছি ?"

আমি বললাম—"আপনি এখন এক হোটেলের কাছে এসেছেন।"

অন্ধ জিজ্ঞাসা করল—"হোটেলটির নাম কি ভাই ?"

আমি বললাম—"এড্ মিরাল বেন্ বো।"

অন্ধ বলল—"আমাকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে যাবে ?"

আমি গিয়ে অন্ধের হাতটি ধরলাম।

হাতটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার হাতটি জোরে ধরল আর বলল—"তুমি যদি আমার কথা না শোন তবে তোমার হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলব। আর যদি চিৎকার কর তবে খুন করব। যদি ভাল চাও তবে কথা না বলে আমাকে ক্যাপ্টেন বিলের কাছে নিয়ে চল।"

সত্যি কথা বলতে কি আমার তখন খুব ভয় করছিল।

—"তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি"—বলে আমি তার হাতটি ধরে হোটেলের ভেতরে ঢুকলাম।

চলতে চলতে সে বলল—"তুমি ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বলবে 'বিল, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমার এক বন্ধু এসেছে'। যদি তুমি একথা না বল তবে মনে রেখ আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

আমরা দু'জন যখন ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ক্যাপ্টেন মদ খেয়ে ঢুলছিল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—"বিল, তোমার এক বন্ধু এসেছে।"

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন দরজার দিকে তাকিয়ে অন্ধকে দেখল, তার মুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল।

অন্ধ বলল—"বিল, আমি যদিও অন্ধ তবু কিছু নড়লেও আমি টের পাই। আমাকে দেখে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে তোমার ভাল না হয়ে খারাপই হবে। এমন কি প্রাণ পর্যন্তও হারাতে হতে পারে। বন্ধু, অনেক দিন পরে দেখা হল, এস প্রথমেই আমরা করমর্দন করি।"

এই বলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"কি হে হাঁ করে কি দেখছ? আমার ডান হাতটি ক্যাপ্টেনের ডান হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দাও।"

আমি অন্ধের আদেশ মত কাজ করলাম। ক্যাপ্টেনও তার ডান হাতটি এগিয়ে দিল। আমি দেখতে পেলাম অন্ধ কি একটা

জিনিস ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে "কাজ শেষ" —বলেই অন্ধ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। হোটেল থেকে বের হয়ে দৌড়তে দৌড়তে রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার চলা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে একজন অন্ধ দৌড়ে যাচ্ছে।

আমি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে দেখি তার হাতে একটা কাগজ। সে ঘন ঘন কাগজখানা দেখছে আর বলছে—"রাত দশটা—রাত দশটা—এখনও সময় আছে, এখনই আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।"

ক্যাপ্টেন টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল কিন্তু দরজা পর্যন্ত আর পৌঁছাল না, মাটিতে পড়ে গেল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি শরীর ঠাণ্ডা—সব শেষ। আমাদের ঘাড়ে টাকার ঋণ রেখে ক্যাপ্তেন বিদায় নিল এ পৃথিবী থেকে।

রাত দশটায় কি হবে এ চিন্তায় আমার মন ভরে উঠল। রাত দশটায় কি হবে? কারা আসবে? তবে কি টাকার জন্য? হয়ত তাদের পাওনা টাকা ফাঁকি দেবার জন্য ক্যাপ্টেন নিরিবিলি জায়গায় এসে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সত্যি যদি তার টাকা থাকবে তবে সে ছেঁড়া আর নোংরা পোষাক পরত কেন? এমনও হতে পারে শত্রুদের ফাঁকি দেবার জন্যই হয়ত ওরকম পোষাক পরত। টাকাই যদি না থাকবে তবে ওরা ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করছে কেন? ক্যাপ্টেনের যে সিন্দুকটি রয়েছে তাতে নিশ্চয়ই টাকা রয়েছে। দশটার সময় যারা আসবে, তাদের আসার আগেই সিন্দুক থেকে কিছু টাকা বের করে নিতে হবে।

আমি মা'র কাছে গিয়ে সব বললাম। আর মাকে জানালাম দশটার আগেই সিন্দুক থেকে আমাদের পাওনা টাকাটা বের করে নেব। মা আমার কথায় রাজী হলেন। সিন্দুক ত খোলা হবে কিন্তু দশটায় কেউ যদি এসে আমাদের উপর অত্যাচার করে

তবে কি উপায় হবে? গাঁ থেকে কিছু লোকজন নিয়ে এলে ভাল হয়। একথা ভেবে আমি আর মা ঘরে তালা লাগিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম গাঁয়ের দিকে।

গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে আমাদের কথা জানালাম, কিন্তু কেউ আসতে রাজী হল না। কেউ কেউ বলল—গাঁ থেকে কিছু দূরে 'কীট্‌স্ হোল্' নামে সমুদ্রের যে খাঁড়িটা রয়েছে সেখানে কয়েক দিন আগে জলদস্যুদের একটা জাহাজ এসেছে। ঐ জাহাজের লোকজনেরা এদিকে ওদিকে ঘোরা ফেরা করছে। তাদের সবার লক্ষ্য আমাদের হোটেল। সেই দলটিই বোধ হয় আজ রাত্রে আমাদের হোটেলে আসবে। জলদস্যুদের বাধা দিয়ে কে প্রাণ হারাবে? কেউ রাজী হল না আমাদের হোটেলে আসতে। গাঁয়ের সবাই আমাদিগকে বলল—হোটেলে আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই, যা হবার হবে, ভোরে ফিরে গেলেই হবে।

যদিও গাঁয়ের লোকেদের কথাই ঠিক কিন্তু মন আমার চাইছিল না গাঁয়ে থাকতে। যে ভাবেই হোক, দশটার আগে হোটেলে ফিরে গিয়ে দেখতে হবে কাঠের সিন্দুকে কি আছে। ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের বহু টাকা পাওনা, আর তার মদের জন্য আমাদের ঋণও হয়েছে প্রচুর, টাকা আমাদের চাই-ই। আমি আর মা হোটেলের দিকে ফিরলাম।

হোটেলে আসবার পথে একটি ছেলেকে পাঠালাম ডাক্তারের কাছে আমাদের খবর পৌঁছে দেবার জন্য। ডাক্তার নিজে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, ইচ্ছে করলে তিনি একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আমরা সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ী ফিরলাম। চারদিক অন্ধকার, কোন ভাবে তালা তো খুললাম। একটা মোমবাতি জ্বালা হল। ঘরের ভেতরে ঢুকে মা মোমবাতিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমি সিন্দুকের চাবির জন্য ক্যাপ্টেনের শরীর তল্লাসী

করতে লাগলাম। শরীরের এদিকে ওদিকে খোঁজ করতে করতে দেখতে পেলাম গলায় একটা ফিতে বাঁধা আর সেই ফিতেতে বাঁধা রয়েছে একটা চাবি। চাবিটি খুলে নিলাম।

চাবি নিয়ে আমি আর মা সিন্দুকের কাছে গেলাম। চাবি দিয়ে সিন্দুকের তালা খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাপ্‌সা গন্ধ আমাদের নাকে এল। গন্ধের জন্য পিছিয়ে গেলে ত চলবে না, আমাদের পাওনা টাকা বের করে নিতে হবে। আমরা সিন্দুক থেকে একটা একটা করে সব জিনিস বের করে ঘরের মেঝেতে রাখতে লাগলাম।

প্রথমেই একটা নতুন কোট পেলাম। এ'রকম একটা কোট থাকতে কেন যে ক্যাপ্টেন ছেঁড়া কোট গায়ে দিত তার কোন কারণ ভেবে পেলাম না।

কোটের নীচে কয়েকটা যন্ত্রপাতি ছিল, দুটো পিস্তল, একটা কম্পাস, একটা ঘড়ি আর রবার দিয়ে মোড়া একটা কবচ। কবচটি বের করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল অয়েল-ক্লথে মোড়া একটা বাক্স আর একটা কাপড়ের থলি। অয়েল-ক্লথে মোড়া বাক্সটি আমি পকেটে রাখলাম। আমরা বেশী টাকা চাই না, ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের যে টাকা পাওনা আছে সে টাকাটা পেলেই আমরা খুশী। আমরা থলির মুখটি খুলে ফেললাম, মেঝেতে থলিটি উপুড় করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল নানান দেশের মোহর। আমরা দেশীয় কয়েকটি গিনি বেছে নিতে লাগলাম।

গিনি বেছে নেবার কাজে যখন আমি ব্যস্ত তখন হোটেলের দরজায় লাঠির আঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম অন্ধটা এসেছে, ভয়ে আমাদের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে লাঠির শব্দ ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল, বুঝলাম দরজা বন্ধ দেখে অন্ধ ফিরে যাচ্ছে সঙ্গীদের কাছে, তাদের ডেকে

আনবার জন্য। এখনই আমাদের পালাতে হবে। যদি এখনই না পালাতে পারি তবে জলদস্যুদের হাতেই আমাদের প্রাণ হারাতে হবে।

আমি আর মা ঘর থেকে বের হয়ে দেখি চারদিকে ঘন কুয়াসা। আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে ছুটতে লাগলাম।

আমরা যেতে যেতে এক সময়ে কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, শব্দটা আমাদের হোটেলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম এরা আর কেউ নয়,—জলদস্যু।

পথ চলতে চলতে মা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সামনেই একটা খাল ছিল, সেই খালের সাঁকোর নীচে মা'কে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। হোটেলে কি হচ্ছে তা' দেখবার জন্য মা'কে শুইয়ে রেখে পা' টিপে টিপে আমি হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম।

আমাদের হোটেলের সামনেই ছিল একটা গাছের ঝোপ, আমি সেই ঝোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর তাকিয়ে রইলাম হোটেলের দিকে। সেই অন্ধকারেও দেখতে পেলাম হোটেলের দরজার সামনে দশ জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্ধ লোকটিও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অন্ধ লোকটাকে বলতে শোনা গেল—"বোকা বিল ভেবেছে দরজা বন্ধ দেখলে আমরা ফিরে যাব। আমরা কি আর এত সহজে ছেড়ে দেব। ভেঙ্গে ফেল দরজা।"

"তাই ভাল"—বলে কয়েকজন দরজার দিকে এগিয়ে গেল আর ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, সবাই হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

এবার সুরু হল আলোচনা। অন্ধ যাবার সময়ে দরজা বন্ধ দেখে গিয়েছিল, এখন দরজা খোলা দেখে তাদের মনে সন্দেহ হল—বিল পালিয়েছে।

সবাই অন্ধের কাছে জানতে চায় এখন তারা কি করবে ?

অন্ধ বলল—"ভিতরে চলে যাও, দেখ সব কি অবস্থায় আছে।"

কয়েকজন তখনই ছুটে ভিতরে ঢুকে গেল।

খানিকক্ষণ পরে একজন বেরিয়ে এসে খবর দিল—"বিল মারা গেছে।"

তাই শুনে অন্ধ বলল—"যদি তাই হয় তবে খুঁজে দেখ চাবিটা কোথায় ?"

যে লোকটা খবর নিয়ে এসেছিল সে ফিরে গেল আর কিছুক্ষণ পরেই আবার খবর নিয়ে এল—"চাবিটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অন্ধকে আবার বলতে শোনা গেল—"দেখত, সিন্দুকটি কোথায় ? ঐ ছেলেটাই বোধ হয় সব চুরি করেছে।"

সবাই ভিতরে ঢুকে গেল, বাইরে শুধু দাঁড়িয়ে রইল অন্ধ।

হোটেলের ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে বলল—"সিন্দুকটি খোলা রয়েছে আর মেঝের উপর ছড়িয়ে রয়েছে টাকা-পয়সা।"

অন্ধ চিৎকার করে বলল—"নক্সাটি কোথায় রয়েছে দেখ।"

অনেকক্ষণ আর কারোর কোন কথা শোনা গেল না, বুঝতে পারলাম সবাই নক্সাটির খোঁজ করছে।

এক সময় একজনকে বলতে শোনা গেল—"নক্সাটি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।"

কথা শুনে অন্ধ এবার রেগে গেল। বলল—"নক্সা যাবে কোথায়, নিশ্চয়ই ঘরের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ঘরের সব জায়গায় ভাল করে খোঁজ কর। ঐ ছেলেটিরই এই কাজ, দেখ ছেলেটাকে কোথাও পাওয়া যায় কিনা।"

এরপরই শোনা গেল আলমারি আর বাক্স ভাঙ্গার শব্দ, আমাদের সাধের জিনিসপত্রগুলো নষ্ট করে ফেলছে ভেবে মনে খুবই কষ্ট হতে

লাগল। হোটেলের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধ দরজায় পায়চারি করছে।

খানিক পরে একজন জানালা দিয়ে মুখ বার করে বলল—"পিউ, নক্সাটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কথাটি শুনে অন্ধ এত রেগে গেল যে সে নিজের মাথা থেকে চুল ছিঁড়তে লাগল আর বলল—"আমি যদি অন্ধ না হতাম তবে আজ নিজের চোখে খোঁজ করতে পারতাম কোথায় চাবিটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের মেঝেটা খুঁড়ে ফেল, দেখ মেঝের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা? এত পরিশ্রমের পর খালি হাতে আমাদের ফিরে যেতে হবে!"

ঘরের ভিতর থেকে একজন বলল—"খালি হাতে ফিরবে কেন? অনেক টাকা পয়সা ত রয়েছে।"

অন্ধ বলল—"যে টাকা রয়েছে তাতে আর কত দিন যাবে? নক্সাটা পেলে আমরা পেতাম সাত রাজার ধন। নক্সা না নিয়ে ফিরে যাওয়া যাবে না; নক্সা আমাদের চাই-ই। কি ভুলই না করেছি; যাবার সময়ে যদি ছেলেটার চোখ দু'টো তুলে নিতাম তবে আর সে নক্সাটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত না।"

হঠাৎ দূরে একটা বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল। জলদস্যুদের যারা হোটেলের ভিতরে ছিল দেখতে দেখতে তারা সবাই প্রায় বাইরে চলে এল, আর সবাই সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বুঝতে পারলাম, জলদস্যুদের যে লোকটি গোপন জায়গায় লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিল, সে বিপদ দেখে দলকে সাবধান করবার জন্যই বাঁশী বাজিয়েছে। বাঁশী শুনে সবাই পালাতে চাইছে কিন্তু অন্ধ তাদের বাধা দিতে লাগল। অন্ধের বাধা কেউ মানতে চায় না, প্রাণের ভয় সবারই আছে; তাই একে একে সবাই পালাতে লাগল। অন্ধ তখন রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে সঙ্গীদের আঘাত করতে লাগল। আঘাতে

আহত হয়ে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল বটে কিন্তু একা অন্ধ ছাড়া আর কেউ সেখানে রইল না।

পুলিশের ঘোড়ার পায়ের শব্দ যখন খুব কাছাকাছি এগিয়ে এল অন্ধ তখন যেন জ্ঞান ফিরে পেল, বুঝতে পারল সামনেই বিপদ। সে তখন লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে হোটেলের দরজা ছেড়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল, আর সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। সঙ্গীদের কেউ কিন্তু আর তার ডাকে সাড়া দিল না।

অন্ধ একবার রাস্তার একদিকে যায় আবার অপর দিকে যায়, এভাবে যেতে যেতে হঠাৎ সে রাস্তার পাশে একটা গর্তের ভিতর পড়ে গেল। বহু কষ্টে সেই গর্তের ভিতর থেকে রাস্তায় উঠে আবার চলতে সুরু করল। কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল। আর্তনাদ শুনে পুলিশ যখন ঘোড়া থামাল তখন ঘোড়ার চারটি পা'ই অন্ধের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে—সব শেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তার লিভেসিকে খবর দেবার জন্য যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলাম তার সঙ্গে পথের মাঝে একদল পুলিশের দেখা হয়েছিল। খাড়িতে জলদস্যুদের জাহাজ এসেছে খবর পেয়েই তারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ছেলেটির কাছ থেকে আমাদের খবর পেয়ে পুলিশের দলটি ছুটে এসেছে আমাদের হোটেলের দিকে।

জলদস্যুদের নেতা অন্ধটি মারা গিয়েছে আর বাকী দস্যুরাও পালিয়েছে। খবরটি ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া দরকার তাই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার লিভেসির বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিলেন। মা'র জ্ঞান ফিরে এসেছিল তাই আমরা যাবার সময়ে তাঁকে হোটেলে রেখে গেলাম।

আমরা ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে খবর পেলাম তিনি ট্রিনলীর বাড়ীতে গিয়েছেন, সেখানে এক প্রীতিভোজ আছে। ট্রিনলী একজন জমিদার, তা'ছাড়া এ অঞ্চলের আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট।

ডাক্তারের বাড়ী থেকে ট্রিনলীর বাড়ীতে যখন আমরা পৌঁছুলাম তখন ভোজ সুরু হয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরীর ঘরে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সব বললেন। সব শুনে তারা তার কাজের খুব প্রশংসা করল আর যাবার আগে খেতে দিল ভাল ভাল খাবার।

পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট চলে যাবার পর আমি ডাক্তারের কাছে একে একে সব ঘটনা বললাম।

সব শুনে ডাক্তার বললেন—"সব শুনে এ কথাই বোঝা যাচ্ছে যে নক্সার জন্য জলদস্যুরা তোমাদের হোটেলে হানা দিয়েছিল। যে নক্সার জন্য এত কিছু হয়ে গেল সে নক্সাটি কোথায় ?"

"বোধ হয় এটি"—এই বলে অয়েল-ক্লথে মোড়া বাক্সটি পকেট থেকে বার করে আমি তার হাতে দিলাম।

বাক্সটির মুখ গালা দিয়ে আটকান ছিল। গালা ভেঙ্গে বাক্সটি খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বার হল একটা খাতা আর ভাঁজ করা একখানি কাগজ।

খাতাটি বোধ হয় হিসেবের জন্য ব্যবহার করা হত। খাতাটির একদিকে ছিল তারিখ আর অপর দিকে ছিল টাকার অঙ্ক। কিন্তু কি ভাবে টাকা পাওয়া গেল আর কি ভাবে খরচ হল তার কোন হিসেব নেই। শুধু মাঝে মাঝে রয়েছে কয়েকটা ক্রুশ চিহ্ন, কোথাও একটা কোথাও-বা দু'টো। ক্রুশ চিহ্নই বোধ হয় বিভিন্ন কথার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পাতার পর পাতায় টাকার অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

যে সব জাহাজ লুট করেছে সেগুলোর নামের বদলে ক্রুশ বসিয়েছে। যেখানে ক্রুশ বসালেও বুঝা যাবে না সেখানে বসিয়েছে জায়গার নাম, দ্রাঘিমা নিরক্ষ রেখার সঙ্গে। এক জায়গায় টাকার অঙ্কের পাশে লেখা রয়েছে ক্যারকাসের অদূরে। এ কথার অর্থ হল ক্যারকাসের অদূরে যে জাহাজটি লুঠ করা হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন—"এর কিছুই বুঝা যাচ্ছেনা ?"

ট্রিনলী বললেন— "এ নিয়ে ভাবনার কি আছে, এটি হল ঐ জলদস্যুটির হিসেবের খাতা। খাতা নিয়ে ভেবে লাভ নেই এবার আসল জিনিস সেই নক্সাটি বার করুন।"

ডাক্তার এবার ভাঁজ করা কাগজখানা বার করলেন। ভাঁজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম, এ আর কিছুই নয় একটা দ্বীপের নক্সা। নক্সায় পাহাড়, উপসাগর সব কিছুই আঁকা রয়েছে আর তা'ছাড়া দ্বীপটির হু'দিকে রয়েছে হু'টি পোতাশ্রয়। দ্বীপের মাঝে একটা পাহাড় রয়েছে আর তার নীচে লেখা রয়েছে 'দূরবীন পাহাড়,' বোধ হয় এটি পাহাড়টিরই নাম। নক্সাটির উত্তর দিকে হু'টো আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা লাল রঙের ক্রুশ-চিহ্ন রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ক্রুশ-চিহ্নের নীচে লেখা রয়েছে 'এখানেই গুপ্তধন।'

নক্সার পেছনে লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে—

"দূরবীণ পাহাড়ে একটা গাছ উত্তর-পূর্ব কোণের উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে, পূর্ব-দক্ষিণ কোণের পূর্বদিকে কঙ্কাল দ্বীপ,— দশ ফুট।

"রূপার তালগুলো উত্তর দিকের গর্তে রয়েছে। কালো পাহাড় থেকে দশ ফ্যাদম দক্ষিণে গেলেই ওখানে হাজির হবে।

"দ্বীপের পূর্বদিকে গিয়ে খানিকটা উত্তরের দিকে গেলেই একটা বেলে পাহাড়। সেখানে গোলা বারুদ সব রয়েছে।

—জে, এফ"

ট্রিনলী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—"আমাদের ঐ দ্বীপে যেতেই হবে, উদ্ধার করতে হবে গুপ্তধন। ডাক্তার, আপনার ডাক্তারি বন্ধ করে দিন, চলুন নিয়ে আসা যাক গুপ্তধন। আমি কাল ব্রিটেনে যাব, সেখানে গিয়ে ছোট্ট একটা জাহাজ কিনব, তার পরই যাত্রা আমাদের সুরু হবে। ইংলণ্ড থেকে বাছাই করা

কয়েকজন নাবিক নেব। ডাক্তার আপনিই হবেন জাহাজের ডাক্তার আমাদের সঙ্গে যাবে রেড্রুথ, জয়েস আর হান্টার। নক্সা যখন পেয়েছি তখন ঐ দ্বীপে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান আমাদের করতেই হবে।"

ডাক্তার বললেন—"আমার কোন আপত্তি নেই।"

আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"যার জন্য নক্সাটি পেলাম সেই জিম্ও যাবে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সবই ত হল, এখন ভয় শুধু একজনকে।"

ট্রিনলী জানতে চাইলেন—"কে সে?"

ডাক্তার বললেন—"সে হল আপনি। আপনাকে নিয়েই আমাদের যত চিন্তা। আপনার পেটে ত আর কোন কথাই থাকে না। হয়ত ব্রিটেনে গিয়ে সবার কাছে বলবেন আমরা গুপ্তধনের জন্য এক জায়গায় যাচ্ছি।"

ট্রিনলী বললেন—"না, আমি কথা দিচ্ছি কারও কাছে এ বিষয়ে কোন কথাই বলব না।"

ডাক্তার বললেন—"একটা কথা ভুলে যাবেন না, যারা হোটেলে হানা দিয়েছিল তাদের অনেকেই আজও বেঁচে আছে। যদি কোন ভাবে খবরটি তাদের কাছে পৌঁছে যায় তবে আর কথা নেই, গুপ্তধন ত পাবই না, এমন কি শেষ পর্যন্ত জীবনও হারাতে হতে পারে।"

ট্রিনলী বললেন—"আমি কাউকেই বলব না কোথায় আমরা যাচ্ছি, কেনই-বা যাচ্ছি।"

সমুদ্র যাত্রা

এরপর সুরু হল সমুদ্র যাত্রার সব আয়োজন। ডাক্তার এখানে না থাকলে এখানকার লোকেদের অসুবিধে হবে, আর তা' ছাড়া ডাক্তারখানাটির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে তাই একজন ডাক্তার এখানে রেখে গেলে ভাল হয়, এ'কথা ভেবে একজন ডাক্তার সংগ্রহের জন্য লণ্ডনে গেলেন। আমি খবরের আশায় ট্রিনলীর বাড়ীতে অপেক্ষা করছিলাম। আর এদিকে মা আবার হোটেলের কাজ সুরু করেছিলেন।

একদিন ডাক্তারের নামে একটা চিঠি এল, ডাক্তার যাবার সময়ে আমাকে বলে গিয়েছিলেন—যদি কোন চিঠি আসে আমি যেন সে চিঠি খুলে দেখি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। চিঠিটি আমি খুলে ফেললাম। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

ওল্ড য়্যাঙ্কর হোটেল
ব্রিস্টল
১লা মার্চ, ১৭……

প্রিয় লিভেসি,

জানিনা এখন আপনি কোথায়, তাই এই চিঠির একটি নকল গাঁয়ে পাঠাচ্ছি আর একটি পাঠাচ্ছি লণ্ডনের ঠিকানায়।

জাহাজ কেনা হয়েছে, সমুদ্র যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। জাহাজটি জলে নোঙ্গর করে রয়েছে। জাহাজটি খুবই ছোট্ট। কিন্তু ছোট্ট হলে কি হয় ত্ব'শ মণ মাল এতে বোঝাই করা যাবে। জাহাজটির নাম হিস্‌প্যানিওলা।

আমার পুরানো বন্ধু ব্ল্যাণ্ডেলী জাহাজটি সংগ্রহ করে দিয়েছে। জাহাজের জন্য লোকজন সবই সে সংগ্রহ করে দিয়েছে। কোথায় আমরা যাব তা শুনে সব কিছু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

নাবিক সংগ্রহ করাই খুব কষ্টকর ব্যাপার। কুড়িজন নাবিক আমাদের দরকার, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ছয়জনের বেশী সংগ্রহ

করতে পারি নি। অবশ্য পরে একটা লোক পেলাম। সে আগে একটা জাহাজে পাচকের কাজ করত। জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তার একটা পা কাটা যায়, তারপরই সে এখানে চলে আসে ও একটা হোটেল খোলে। কিন্তু সমুদ্রে জীবনের বেশী অংশটুকু কেটেছে বলে এখানে তার মোটেই ভাল লাগে না, তাই সে আবার সমুদ্রে ফিরে যেতে চায়। নাম তার সিলভার, আমাদের জাহাজে সে পাচক হিসেবে কাজ করবে। তাকে লোক-জনের কথা বলাতে প্রয়োজনীয় লোকজন সংগ্রহ করে দিয়েছে।

এখানকার সবাই তাকে বলে লং-জন, কারণ সে খুবই লম্বা। ওর জানা-শোনা বহু অভিজ্ঞ নাবিক রয়েছে। জলদস্যুরা আমাদের জাহাজ আক্রমণ করতে পারে তাই আমাদের বেশী লোকজন দরকার। আমি যখন কিছুতেই লোক সংগ্রহ করতে পারছিলাম না তখন সিলভার যত লোক দরকার তা' সংগ্রহ করে দিয়েছে। আমি আগে যে ছয়জনকে নিয়েছিলাম তাদের ভিতর থেকে সিলভারের পরামর্শমত কয়েকজনকে বাদ দিয়েছি। সে বলেছে, নতুন লোক দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না। চাই অভিজ্ঞ ও কাজের লোক, যারা প্রয়োজন হলে জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেনা। লং-জনের চেষ্টায় জাহাজের জন্য একজন মেট পাওয়া গেছে, তার নাম এ্যারো।

ব্র্যাণ্ডলী একজন ক্যাপ্টেন সংগ্রহ করে দিয়েছে, সে একজন দক্ষ ক্যাপ্টেন বটে কিন্তু বড় বদ মেজাজের, হঠাৎ অকারণেই রেগে যায়।

আপনারা আর দেরী করবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন। ইতি—

—জন ট্রিনলী

পুনশ্চঃ আসার আগে দরকার হলে জিম্ তার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারে।

আমি সে দিনই মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং বিদায় নিয়ে

এলাম। তারপর রেডরুথকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিস্টলের দিকে রওনা হলাম।

সকালে আমরা ব্রিস্টলে পৌঁছুলাম।

ওল্ড য়্যাঙ্কর হোটেলে গিয়ে ট্রিনলীর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের দেখে তিনি বললেন—"সবাই ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে। গতকাল রাত্রে ডাক্তার এসেছেন। সবাই যখন এসে গেছে তখন শুক্রবার দিনই রওনা হব।"

সে দিনই আমি ডাক্তার আর ট্রিনলী জাহাজ দেখবার জন্য সমুদ্রের দিকে গেলাম। তীর থেকে কিছুদূরে জাহাজটি নোঙ্গর করা ছিল, আমরা নৌকা করে জাহাজে হাজির হলাম।

আমরা তিনজন কেবিনে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে একজন নাবিক এসে বলল—"ক্যাপ্টেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

ডাক্তার বললেন—"তাকে এখনই পাঠিয়ে দাও।"

ক্যাপ্টেন নাবিকের পেছনেই ছিল। ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কেবিনের ভিতরে প্রবেশ করল, আর দরজাটি বন্ধ করে দিল।

ট্রিনলী বললেন—"ক্যাপ্টেন, আশা করি উপযুক্ত নাবিক আপনি পেয়েছেন?"

ক্যাপ্টেন বললেন—"সত্যি কথা বলতে এ সমস্ত নাবিক নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করা বিপজ্জনক।"

ক্যাপ্টেনকে দেখলেই মনে হয় সে খুব বিরক্ত হয়ে রয়েছে।

মনে হল ট্রিনলী ক্যাপ্টেনের কথা শুনে একটু রেগে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন—"আমার মনে হয় জাহাজটিও আপনার পছন্দ হয় নি।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"এ রকম কথা আমি বলতে চাই না।

নাবিকদের সবাই চালাক বটে তবে সবাইকে বিশ্বাস করা যায় না।"

—"সব কর্মচারীকে আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে, তাই বলে—"

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—"প্রশ্নটা কিন্তু ঠিক সে রকমের নয়। ক্যাপ্টেন কেন এ রকম কথা বলছেন তা' আমাদের জানা দরকার। ট্রিলনী, আপনি চুপ করুন। আমি ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কয়েকটা কথা জেনে নিতে চাই। ক্যাপ্টেন, আপনি কি বলছিলেন তা' বলুন।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"গন্তব্য জায়গায় জাহাজটিকে পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কোথায় ও কিসের জন্য জাহাজটি যাচ্ছে তা' আমি নিজেই জানি না, কিন্তু নাবিকদের প্রায় সবাই জানে জাহাজ কোথায় যাবে। এটা কি খুব ভাল লক্ষণ ?"

ডাক্তার উত্তর দেন—"না, মোটেই নয়।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"তাদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম আমরা নাকি কোন এক দ্বীপে যাচ্ছি, সেখানে নাকি গুপ্তধন রয়েছে। গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে আমি রাজী নই, কারণ সে বড় মারাত্মক ব্যাপার। তা' ছাড়া নাবিকদের আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না, ওরা সকল সময়ে নিজেদের ভিতর ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে, কি যেন পরামর্শ করে।"

—"এ কথাও সত্যি আপনার মন-মত সঙ্গী না পেলে কি করে আপনি জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি কি আর কিছু করতে চান ?"

—"আপনারা কি সত্যি-সত্যি গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছেন ?"

—"কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।"

—"যদি তাই হয় তবে আমার কয়েকটা কথা শুনুন, জাহাজে

যে জায়গায় এখন গোলা-বারুদ রয়েছে সে সব সেখানে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। গুপ্তধনের লোভে নাবিকরা যে কোন সময়ে বিদ্রোহী হতে পারে। আমার মনে হয় গোলা-বারুদ এই কেবিনে এনে রাখুন। আর আপনাদের যে কয়জন বিশ্বস্ত লোক আছে তারা যেন সকল সময়ে কাছাকাছি থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। কারণ নাবিকদের ভিতর নানা আলোচনা স্থুরু হয়েছে।"

—"কি আলোচনা ?"

—"আমরা যেখানে যাচ্ছি সে দ্বীপটি নাবিকদের প্রায় সকলেই চেনে। দ্বীপটির একটা নক্সা আছে আর সে নক্সায় ক্রুশ-চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্বীপের কোন জায়গায় গুপ্তধন রয়েছে।"

ট্রিনলী বললেন—"আমি কাউকে কোন কথা বলি নি।"

ডাক্তার বললেন—"কে বলেছে এই নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নেই।"

তাহলে ট্রিনলীই কথাটা প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সবারই সন্দেহ কারণ সে যে পেট আলাগা মানুষ তা' আমরা সবাই জানি।

ক্যাপ্টেন আবার বললেন—"জানি না নক্সাটি কার কাছে রয়েছে। আর যার কাছেই সেটি থাক খুব গোপনে রাখবেন, আমাকেও নক্সাটি দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমি যখন ক্যাপ্টেন তখন জাহাজের নিরাপত্তা আমার উপর নির্ভর করে, তাই আমার কথামত কাজ না করলে আমাকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হবে।"

—"আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমরা কিছু করব না।"

—"সত্যি কথা বলছি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি খুশী হয়েছি। আজ যখন আমি কেবিনে ঢুকেছিলাম তখন চাকুরী ছেড়ে দেবার কথাটাই জানাতে এসেছিলাম। কারণ আমি জানতাম ট্রিনলী আমার একটি কথাও শুনবে না।"

—"আশা করি এখন আপনার মন থেকে সে ভয় দূর হয়েছে?"

"হাঁ, আমি আমার কর্তব্য করব।"—এই বলে ক্যাপ্টেন বিদায় নিলেন।

তারপর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজের সব গোলা-বারুদ কেবিনের নীচের খোলে রাখার কাজ সুরু হল। ক্যাপ্টেন সেই কাজের দেখাশুনা করতে লাগল।

নতুন ব্যবস্থায় আমি খুশী হলাম। ছয়টি কেবিনে আমাদের ছয়-জনের থাকার ব্যবস্থা হল। কেবিনগুলোর সঙ্গে জাহাজের অন্য জায়গার কোন যোগ ছিল না, ছোট্ট একটি পথ, ডেক ও কেবিনকে যুক্ত করেছিল।

যখন প্রায় সমস্ত গোলাবারুদ নতুন জায়গায় আনা হয়ে গেছে সে সময়ে লং-জন সেখানে হাজির হল।

সে একপাশে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল—"কি হচ্ছে?"

একজন বলল—"গোলা-বারুদ আগে যেখানে ছিল সেখান থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে।"

লং-জন চিৎকার করে বলল—"কেন এসব করে সময় নষ্ট করা হচ্ছে, দেরী হলে আমরা জোয়ার পাব না।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"আমার আদেশেই সব হচ্ছে তাই কথা বলে লাভ নেই। তুমি নীচে গিয়ে তোমার কাজ কর, সময় হলে সবাই খাবার চাইবে।"

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লং-জন সেখান থেকে চলে গেল।

সারা রাত যাত্রার সব আয়োজন চলল। পরদিন ভোরে ট্রিনলীর বন্ধু ব্ল্যাণ্ডলী এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। যাবার সময় ট্রিনলী তাকে অনুরোধ জানালেন—"ছয় মাসের ভিতর যদি আমরা না ফিরে আসি তবে যেন একটা জাহাজ আমাদিগকে উদ্ধার করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

এক সময়ে ক্যাপ্টেনের আদেশে জাহাজটির যে হাতল ঘোরালে জল থেকে নোঙ্গর উঠে আসে নাবিকেরা সেই যন্ত্রটির হাতল ঘোরাতে লাগল। নাবিকেরা হাতল ঘোরাচ্ছে আর নানা রকম কথা বলছে। লং-জন লাঠিতে ভর দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। এক সময়ে সে গাইতে সুরু করল আমার বহুবার শোনা গানটি—

মরা মানুষের সিন্দুকে
পনেরো জন ভাসছে

আর সঙ্গে সঙ্গে নাবিকেরা সবাই এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল—

"হোঃ হোঃ হোঃ এক বোতল মদ—"

নোঙ্গরটি এক সময়ে জল থেকে তোলা হয়ে গেল, সেটি জাহাজের গায়ে ঝুলতে লাগল। জাহাজটিও চলতে সুরু করল। তীর ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। গুপ্তধনের সন্ধানে আমাদের যাত্রা সুরু হল।

যোগ্য নাবিকদের পরিচালনায় জাহাজটি এগিয়ে চলেছে অজানা দ্বীপের দিকে। সমুদ্রের বুকে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল।

জাহাজের মেট এ্যারো খুব মদ খেত। অনেক সময়ে মদ খেয়ে সে বেহুঁশ হয়ে থাকত। নাবিকেরা তাকে মোটেই ভয় করত না। এমন কি অনেক সময় তার আদেশ মত কাজ করত না। একদিন ভোরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন বললেন—"এক দিকে ভালই হল, জাহাজে মাতাল মেট না থাকাই ভাল।"

জাহাজে যে মেট নেই তাতে কিন্তু নাবিকদের মনের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তারা খুশী মনেই তাদের কাজ করে যেত।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, লং-জন সিলভার একজন সাধারণ কর্মচারী হলেও নাবিকদের উপর তার অত্যধিক প্রভাব। মাঝে মাঝে দেখা যেত নীচু গলায় সে নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে, আর নাবিকেরা মনোযোগ দিয়ে সে-সব কথা শুনে। একটা পা' কাটা হলেও সাধারণ লোকের মতই সে চলাফেরা করে, শুধু তার বগলে থাকে একটা লাঠি। সবাই ওকে "বারবেকু" বলে ডাকে। লং-জন আমার সঙ্গে সকল সময় ভাল ব্যবহার করত, সময় পেলেই আমার সঙ্গে গল্প করে খাতির জমাতে চেষ্টা করত।

একদিন দেখতে পেলাম সে জাহাজের এক কোণে বসে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই তার কাছে গিয়ে বসবার জন্য ডাকল। আমি অনুরোধ মত তার কাছে গিয়ে দেখি সে একটা পাখীর খাঁচার কাছে বসে রয়েছে।

লং-জন আমাকে বলল—"এস, এখানে বস, আমরা গল্প করি। খাঁচায় যে পাখীটি রয়েছে ওর নাম কি জান? ওর নাম হল ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট। এবার আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তাই নয় ক্যাপ্টেন।"

পাখীটি তখন খাঁচার ভিতর থেকে বলল—"আট মোহর, আট মোহর, আট মোহর।"

জন খাঁচার দিকে একটা রুমাল ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীটি চুপ করল।

লং-জন বলল—"এর বয়স কত হবে জান? এর বয়স প্রায় দু'শ বৎসর। জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? এই পাখীটি ছিল তারই। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সঙ্গে সে পৃথিবীর বহু জায়গায় গেছে, অনেক-কিছুই সে দেখেছে। ঐ সমস্ত দেখেই ত সে 'আট মোহর' কথাটি বলতে শিখেছে। বহু লড়াই ও দেখেছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বারুদের গন্ধ পাবে। তা কি সত্যি নয়, ক্যাপ্টেন?

পাখীটি তখন বলল—"সরে যাও।"

মনে হল ক্যাপ্টেন একবার আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তাতে কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

জাহাজের নাবিকরা সবাই বেশ খোশ মেজাজে ছিল। তারা ভাল-ভাল খাবার খেতে পেত। এরকম খাবার কোন জাহাজের নাবিকরা পায় না। ট্রিনলীর আদেশে মাঝে মাঝে আবার আপেলের ঝুড়ি নামিয়ে দেওয়া হত। যার যত খুশী আপেল খেত।

ক্যাপ্টেন কিন্তু মোটেই এসব পছন্দ করতেন না, প্রায়ই বলতেন —"এত আদর দিলে নাবিকদের উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন বেড়ে যায়।"

ট্রিনলী ক্যাপ্টেনের সে কথায় মোটেই কান দিত না।

আপেলের পিঁপেতে

একদিন খুব পরিশ্রম হয়েছিল, এত কাজ করেছি যে একটুও বিশ্রামের সুযোগ পাই নি। কাজ যখন শেষ হল তখন ইচ্ছে করছিল তখনই ঘুমিয়ে পড়ি। উপরের ডেকে উঠলাম। দেখি সেখানে রয়েছে একটা আপেলের পিঁপে।

ছ'একটা আপেল খেলে ভাল হয়—এই ভেবে আমি পিঁপের কাছে গেলাম। কিন্তু পিঁপের কাছে গিয়ে দেখলাম সেখানে আপেল নেই। আপেল ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় পিঁপের নীচে ছ'একটা আপেল পড়ে থাকে। পিঁপের ভিতর ছ'একটা আপেল আছে কিনা তা দেখবার জন্য আমি পিঁপের ভিতরে নামলুম। নীচটা খুবই নরম ছিল, ইচ্ছে করছিল সেখানে ঘুমিয়ে থাকি, বিশ্রামের জন্য সেখানে বসলাম, খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল তখন আমার কানে ভেসে এল কয়েক জনের কথা, মনে হল কয়েক জন কাছাকাছি বসে গল্প করছে।

কথা শুনেই বুঝতে পারলাম লং-জন কথা বলছে, সে বলছিল—"সরকারী জাহাজ যখন বুঝতে পারল আমাদের জাহাজটি জল-দস্যুদের জাহাজ, তখন আমাদের জাহাজকে লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়ল। কামানের গোলায় আমার একখানা পা গেল আর পিউয়ের গেল চোখ। তখন আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল ফ্লিণ্ট। এর পরই আমি দল ছেড়ে দিলাম, ব্রিটেনে গিয়ে একটা হোটেল খুললাম।"

এবার শোনা গেল ডিকের গলা, সে বলল—"এবারকার যাত্রা যদি বিফল হয় তবে কি হবে? তুমি যদি আবার হোটেলে ফিরে যাও, পুলিশ যদি তোমার খোঁজ পায় তবে নিশ্চয়ই ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে।"

লং-জন বলল—"আরে আমি কি এতই বোকা? আমি ব্রিস্টল থেকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী হোটেলটি বিক্রী করে অন্য এক জায়গায় চলে গেছে, আমার কাজ শেষ হলে আমি সেই জায়গায় হাজির হব। পুলিশ আমাকে পাবে কোথায়?"

"—সত্যি তুমি চালাক। আচ্ছা ক্যাপ্টেন যখন মারা যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

—"ক্যাপ্টেন মারা যাবার আগেই আমি দল ছেড়ে ব্রিস্টলে চলে গিয়েছিলাম। আমি যদি তখন জাহাজে থাকতাম তবে কি আর নক্সাটি বিল নিয়ে যেতে পারত। বিল সত্যি বোকা, সে চেয়েছিল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিজে একাই সব নেবে। এ কি আর একার কাজ, সবাই মিলে চেষ্টা না করলে কি আর গুপ্তধন পাওয়া যায়?"

ডিক বলল—"সেত নিশ্চয়ই।"

আবার লং-জন বলতে সুরু করল—"হতভাগা পিউ! ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট প্রচুর টাকা তাকে দিয়েছিল। কিন্তু বেহিসেবীর মত ব্যয় করে দু'দিনেই সব টাকা সে ফুরিয়ে ফেলেছিল। টাকা যখন ফুরিয়ে গেল তখন সুরু করল ভিক্ষে। তাকে আমি বলছিলাম বিলের কাছ থেকে নক্সাটা যে ভাবে হোক উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। যদি সে নক্সাটা নিয়ে আসত তবে আমরা সহজেই গুপ্তধনের মালিক হতে পারতাম।"

কথা শেষ না হতেই ডিক বলল—"তা'হলে আজ আর আমাদিগকে অপরের জাহাজে সেখানে যেত হত না।"

—"তাতে আমাদের মোটেই ক্ষতি হয় নি। একটা জাহাজ সংগ্রহ করে অভিযান চালান সহজ কথা নয়। পরের খরচে আমরা সেখানে যাব। আমাদের সবাইকে এক মতে চলতে হবে। কোন ভাবে আমাদের মনের কথা প্রকাশ পেলেই বিপদ।"

—"না সে বিষয়ে কোন ভাবনা নেই। আমরা নিজেদের ভিতর মত বিরোধ হতে দেব না।"

এবার শোনা যায় হ্যাণ্ডসের গলা। সে বলল—"আর কত কাল ক্যাপ্টেন স্মলেটের আদেশ মানতে হবে? আর যে মোটেই ইচ্ছে করছে না।"

লং-জন বলল—"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নতুন আদেশ না পাবে ততক্ষণ তোমাদের স্মলেটের কথা মত কাজ করতে হবে। সময় হলেই আমার আদেশ তোমরা পাবে।"

—"কতদিন পরে তোমার আদেশ পাব?"

—"দ্বীপে যাবার বিষয়ে আমাদের কোন চিন্তা নেই কারণ স্মলেট সেখানে জাহাজটি নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে ডাক্তার আর ট্রিনলী গুপ্তধন খুঁজে বার করবে কারণ নক্সাটি তাদের কাছে রয়েছে। গুপ্তধন বোঝাই করে যখন দেশের দিকে ফিরবে, মাঝ-পথে আমরা বিদ্রোহ করব। আগে আমাদের মত অনেকেই অভিযান করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি, মাঝ-পথে মালিকদের হত্যা করে নিজেরা মালিক হয়েছে, আর নিজেদের ভিতর মারামারি করে শেষ পর্যন্ত আর তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। আমরা সে রকম বোকামি করতে চাই না। যাকগে, ডিক, একটা আপেল দাও খাই।"

কথা শুনে আমার ভয় করতে লাগল, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে গেলাম। লং-জনের মত পরিবর্তন হওয়ায়। লং-জন বলল—"আপেলের দরকার নেই, বরং তুমি নীচ থেকে এক বোতল মদ নিয়ে এস।"

নীচে নেমে যাবার পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম এবারকার মত বেঁচে গেলাম। এবার ইসরাইলের গলা শোনা গেল। সে বলল—"আচ্ছা শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের লোকদের তুমি কি করবে?"

—"কি আর করব, শরীর থেকে মাথা আলাদা করে একে একে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।"

জাহাজের মাস্তুলের কাছে যে নাবিকটি পাহারা দিচ্ছিল সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—"মাটি—মাটি।"

মাটি!—তবে কি আমরা দ্বীপে পৌঁছে গেলাম। নাবিকেরা সবাই ছুটে গেল ডেকের দিকে। লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে বুঝলাম লং-জনও যাচ্ছে। আমিও সুযোগ বুঝে লাফিয়ে পিঁপে থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটে গিয়ে মিশে গেলাম ভীড়ের মাঝে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম অনেকেই হাজির হয়েছে। তাদের ভিতর রয়েছে ক্যাপ্টেন, ট্রিনলী ও ডাক্তার।

ক্যাপ্টেন দ্বীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"মাটি যখন দেখা যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে ওটা একটা দ্বীপ। আচ্ছা তোমাদের ভিতর কারও কি দ্বীপটি চেনা আছে?"

লং-জন এগিয়ে এসে বলল—"দ্বীপটি আমার চেনা। আমি যখন জাহাজে কাজ করতাম তখন একবার জলের জন্য ঐ দ্বীপে যাওয়া হয়েছিল।"

ক্যাপ্টেন তখন তার পকেট থেকে একটা নক্সা বার করে লং-জনের হাতে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা, দেখত এই নক্সাটি সেই দ্বীপের কিনা?"

নক্সাটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লং-জনের মুখে আনন্দ ফুটে উঠল। যে নক্সার জন্য বিল মারা গেল, অন্ধ পিউ মারা গেল, সেই নক্সা এখন তার হাতে। কিন্তু নক্সাটি খুলে সে অবাক হয়ে গেল, এ যে আসল নক্সা নয়, এতে নেই লাল ক্রুশ-চিহ্ন।

সুযোগ বুঝে আমি ডাক্তারের কানে কানে বললাম—"আমি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি যা আপনার জানা দরকার। কেবিনে চলুন।"

ডাক্তার ক্যাপ্টেন আর ট্রিনলীর সঙ্গে খানিকক্ষণ পরামর্শ করলেন। পরামর্শ শেষ হলে ক্যাপ্টেন নাবিকদের বললেন—"আজ আমাদের

আনন্দের দিন, যে জায়গায় যাব বলে রওনা হয়েছিলাম সেখানে আমরা পৌঁছে গেছি। আজ আর কাজ নয়, সবাই ফুর্তি কর। তোমাদের জন্য মদ পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আমরা যাচ্ছি কেবিনে।"

ক্যাপ্টেনের আদেশ শুনে সবাই বলল—'হিফ হিফ্ হোর রে—'

দেখতে দেখতে কয়েক বোতল মদ এল। ডাক্তার, ট্রিনলী আর ক্যাপ্টেন চলে গেল কেবিনে। আমার আর হকিন্সের উপর আদেশ হল কেবিনে খাবার পরিবেশন করার।

কেবিনের দরজা বন্ধ করে স্থরু হল পরামর্শ। পিঁপের ভিতর থেকে আমি কি কি শুনেছি তা' একে একে সব বললাম।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম ততক্ষণ সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার কথার মাঝে কেউ বাধা দেন নাই।

আমার কথা শেষ হলে তাঁদের পাশে টেনে আমাকে বসালেন। আমার হাতে এক মুঠো কিসমিস দিয়ে আমার কাজ ও সাহসের জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং সবাই একে একে আমার স্বাস্থ্য পান করলেন।

ডাক্তার বললেন—"ক্যাপ্টেন, আপনার কথাই ঠিক হল। বুঝতে পারলাম নাবিকদের বিষয়ে আমার যা ধারণা ছিল সবই মিথ্যা। এখন থেকে আমি আপনার নির্দেশ মতই চলব।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"আমিও অবাক হয়ে গিয়েছি। যারা বিদ্রোহ করবে বলে প্রথম থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তারা যে এমন স্থন্দর ভাবে নিয়ম মেনে চলতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে।"

ডাক্তার বললেন—"এ হল সিল্‌ভারের চালাকি। যাতে আমরা সন্দেহ করতে না পারি তারই জন্য এ ব্যবস্থা।"

—"বর্তমানে আমরা কি করব তাই আমাদের ভাবনা। এ বিষয়ে আমি যা ভেবেছি তা' বলছি। এখন আমাদিগকে এগিয়েই যেতে হবে কারণ ফেরবার আর কোন পথ নেই। এখন যদি

আমরা ফিরে যাব বলি তবে সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহ দেখা দেবে। এখনও আমাদের হাতে প্রচুর সময় রয়েছে, কারণ গুপ্তধন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে নাবিকেরা বিদ্রোহ করবে না। আমরা কয়েকজন খুব সতর্ক থাকব আর সুযোগ পেলে আমরাই হঠাৎ আক্রমণ করব বিদ্রোহীদের।”

এরপর আলোচনা চলল, নাবিকদের ভিতর কাকে কাকে বিশ্বাস করা যায়। ছাব্বিশ জনের ভিতর, আমরা মাত্র সাতজন আর সবাই বিদ্রোহীদের দলের।

অজানা দ্বীপে

পরদিন সকালে—

সেদিন মোটেই হাওয়া ছিল না। পাল তুলে জাহাজটিকে দ্বীপের দিকে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিলনা, তাই দুটো নৌকা নামিয়ে দেওয়া হল। দড়ির টানে টানে নৌকার পিছনে পিছনে জাহাজটি এগিয়ে চলল দ্বীপের দিকে।

ট্রেজার-আইল্যাণ্ডের মাটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের মুখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির ভাব।

আমি একটা নৌকায় বসেছিলাম। রোদের তাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছিল আর নাবিকদের মেজাজ ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

এণ্ডারসন ছিল মাঝিদের সর্দার, মাঝিদের ভিতর শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিবর্তে সে নিজেই মনের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। বুঝা গেল বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে আমাদের লড়াইয়ের আর বেশী দেরী নেই।

লং-জন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এ পথ যেন তার খুব পরিচিত।

আমরা এক সময়ে সাগরের খাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় হাজির হলাম। খাড়ির একদিকে প্রধান স্থলভূমি, আর অপর দিকে কঙ্কাল দ্বীপ। আমাদের জাহাজটি যখন সেখানে হাজির হল তখন খাড়ির এপার ওপারের বেলা ভূমি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল কিচির-মিচির শব্দ করতে করতে আকাশের দিকে উড়ে গেল। মনে হল আমরা যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করে এখানকার শান্তি নষ্ট করেছি। খানিকক্ষণ পরে পাখীর দল আবার নীচে নেমে এল। যত দূর চোখ যায় কোথাও ঘর-বাড়ীর চিহ্ন নেই, শুধু গাছ আর গাছ। বুঝতে পারলাম এখানে মানুষের বসতি নেই। বাতাস বইছিল না—চারদিকে একটা থমথমে ভাব। গাছের পাতা পচার

একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল আর। শোনা যাচ্ছিল সমুদ্রের ঢেউএর শব্দ।

লং-জন যেখানে নোঙ্গর ফেলতে বলল সেখানেই নোঙ্গর ফেলা হল। যেখানে নোঙ্গর ফেলা হল সেখান থেকে দ্বীপটি দূর নয়। দূর থেকে দেখতে পেলাম শুধু গাছ আর গাছ। মনে হয়, বিরাট এক বন।

নোঙ্গর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকেরা নৌকা থেকে জাহাজে ফিরে এল। জাহাজে ফিরে নাবিকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কেউ আর ক্যাপ্টেনের কথা মত কোন কাজ করতে চায় না। বুঝতে পারলাম বিদ্রোহের আর বেশী দেরী নেই।

লং-জন কিন্তু নাবিকদের এ অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল। সে চায় না এখনই বিদ্রোহ হোক। ক্যাপ্টেন যাতে নাবিকদের মনের ভাব টের না পায় তার জন্য সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে নিজেই সব কাজ করতে লাগল। সুযোগ পেলেই সঙ্গীদের বোঝাতে চেষ্টা করত। যখন তার হাতে কাজ থাকত না তখন গানের পর গানে সঙ্গীদের হৈ-হুল্লোড়ে মাতিয়ে রাখতে চেষ্টা করত।

কেবিনে আবার স্থুরু হল আমাদের গোপন বৈঠক।

ক্যাপ্টেন বললেন—"এখন আর কেউ আমার আদেশ মত কাজ করতে রাজী নয়। কোন বিষয়ে আদেশ করলেই এখনই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, কাজ করবে না। এখন এক মাত্র ভরসা হল লং-জন।"

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন—"লং—জন!"

ক্যাপ্টেন উত্তর দেন—"হাঁ, সে চায় না এখন কেউ বিদ্রোহী হয়। আমার মনে হয় কয়েক ঘণ্টা ছুটি দিলে ভাল হয়। ছুটি পেলে তারা দ্বীপে যাবে। সেখানে গিয়ে নিজেদের ভিতর আলাপ আলোচনা করুক। লং-জন নিশ্চয়ই নাবিকদের বুঝিয়ে শান্ত করবে। আর নাবিকদের সবাই যদি চলে যায় তবে ত ভালই হয়, তাদের কাউকে আর জাহাজে উঠতে দেওয়া হবে না। যদি কয়েক

জন জাহাজে থেকে যায় তবে তখন ভাবা যাবে কি করা যেতে পারে।”

আমরা সবাই ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবে রাজী হলাম। আত্মরক্ষার জন্য ক্যাপ্টেন আমাদের প্রত্যেককে একটা পিস্তল দিলেন।

ক্যাপ্টেন ডেকে গিয়ে নাবিকদের বললেন—“আজ খুবই গরম হাওয়া বইছে, যদি তোমাদের কেউ দ্বীপে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য যেতে চাও তবে যেতে পার। যে দু'খানা নৌকো জলে রয়েছে সেগুলো তোমরা নিয়ে যেতে পার। সন্ধ্যায় যখন আমি গুলির আওয়াজ করব তখনই বুঝবে তোমাদিগকে ফিরে আসার জন্য বলা হচ্ছে। তখন তোমরা ফিরে আসবে।”

নাবিকেরা ভেবেছিল, দ্বীপে গেলেই গুপ্তধন মিলবে তাই কার আগে কে নৌকায় উঠবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি স্থুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন লং-জনের উপর নাবিকদের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তেরোজন নাবিক নীচে নেমে গেল, জাহাজে রইল মাত্র ছ'জন। নাবিকেরা জাহাজ থেকে নেমে গেলে জাহাজের মালিকপক্ষ যাতে বিপদে ফেলতে না পারে তার জন্য জাহাজে কয়েকজনকে রেখে যাওয়া হয়েছিল। জাহাজে ছিলাম তেরোজন। তার ভিতর আমরা সাতজন ছাড়া আর সবাই সিলভারের দলে।

আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম। দ্বিতীয় নৌকাটি যখন জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ আমি লাফিয়ে নৌকায় নেমে পালের পিছনে লুকিয়ে রইলাম। লং-জন আমাকে দেখতে পেয়েছিল তাই সে প্রথম নৌকার ভিতর থেকে বলল —“জিম্”। আমার তখন ভয় আর অনুশোচনা হতে লাগল—কেন এ কাজ করলাম।

আনন্দে মাঝিরা খুব জোরে নৌকার দাঁড় টানছিল তাই তরতর করে নৌকা এগিয়ে চলেছিল। আমাদের নৌকা অপর নৌকাকে

পিছনে রেখে এগিয়ে গেল, যেতে যেতে নৌকা এক সময়ে তীরের কাছে চলে গেল। হঠাৎ আমার মাথার উপর একটা গাছের ডাল দেখতে পেয়ে ডাল ধরে ধীরে ধীরে গাছে উঠে গেলাম। সবার পিছনে আমি ছিলাম, তাই কেউ টের পেল না কখন নৌকা থেকে পালিয়েছি। নৌকা আরও এগিয়ে গেল।

আমি গাছ থেকে নেমে পালাবার জন্য বনের ভিতর দিয়ে দৌড়তে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে শুনলাম লং-জন চিৎকার করে ডাকছে "জিম্—জিম্—"

গভীর বন, চারিদিকে নানা ধরণের গাছ, কোথাও চেনা কোথাও বা অচেনা গাছ। ঘন বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে কয়েকটা সাপও দেখতে পেলাম, ভাগ্য ভাল তাই তারা আমাকে দেখতে পায়নি। দেখতে দেখতে প্রায় এক মাইল চলে গেলাম। এক সময়ে মাথার উপর দিয়ে কতকগুলো বুনো হাঁস উড়ে গেল। তাদের উড়ে যাওয়া দেখে মনে হল কারোর কাছ থেকে তাড়া খেয়েই উড়ে যাচ্ছে। হয়ত বা আমাদের কোন সঙ্গীই ওদের তাড়া করেছে।

চলতে চলতে একবার আমার কানে ভেসে এল মানুষের কথা। শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। মনে হল দু'জন লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আমার মনে ভয় হতে লাগল, এবার বুঝি জলদস্যুদের কাছে ধরা পড়ে যাব, আমি একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পর শব্দটা এগিয়ে এল না। হয়ত বা তারা বসে পড়েছে।

কে কে কথা বলছে, আর এরা কি নিয়ে আলোচনা করছে তা' আমার শোনা দরকার। তাই আমি শব্দ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে পা' ফেলে এগিয়ে চললাম। ওরা যেখানে বসে গল্প করছিল তার কাছে একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম ঘাসের উপর বসে

রয়েছে লং-জন আর তার মুখোমুখি বসেছিল আর একজন নাবিক। সে পিছন দিয়ে বসে থাকায় তার মুখ আমি দেখতে পেলাম না।

লং-জন বলছিল—"টম, তোমায় ভালবাসি বলেই বার বার অনুরোধ করছি। নাবিকরা এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তার ফলে যারা আমাদের দলের নয় তাদের প্রাণ হারাতে হবে।"

—"আমরা ছিলাম ফ্লিন্টের সঙ্গী। ফ্লিন্ট যখন মারা গিয়েছে তখন এ গুপ্তধন আমাদের প্রাপ্য। অপর কেউ এসে এগুলো নিয়ে যাবে তা' আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যদি তুমি আমাদের দলে থাক তবে তুমি সমান ভাগ পাবে। আর যদি আমাদের দলে না আস তবে এ দূর দেশে তোমাকে প্রাণ হারাতে হবে। আমাদের যারা শত্রু তাদের একমাত্র সাজা হল মৃত্যু। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ কি করবে?"

এবার টম কথা বলল, ভয়ে তার গলা কাঁপছিল। বলল—"জন, তোমার অনেক বয়স হয়েছে, আর তা'ছাড়া তোমাকে আমি ভাল লোক বলে জানতাম। তোমার প্রচুর টাকা-পয়সাও রয়েছে। বুড়ো বয়সে কি তোমার মতিভ্রম হল! তুমিও কি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দলে ভিড়লে? আমাকে যদি প্রাণ দিতেও হয় তবুও আমি মালিকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।"

জলের ধার থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ আর সে আর্তনাদ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। করুণ আর্তনাদ বনের শান্তি নষ্ট করল।

আর্তনাদ শুনে টম উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে লংজনও লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জলের দিকে তাকিয়ে টম বলল—"ওখানে কি হয়েছে?"

লং-জন কয়েক পা' পিছিয়ে এল, বলল—"ও কিছু নয়।"

টমের গম্ভীর গলা শোনা গেল—"তুমি জান না! কি হয়েছে

তা' বুঝতে আমার বাকি নেই। ভগবানের দিব্যি, বল কি হয়েছে?"

লং-জন একটু হেসে বলল—"বোধ হয় হতভাগ্য এলান।"

টম বলল—"এলান! তোমরা ওকে হত্যা করেছ? তোমাদের আমি ঘৃণা করি। আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের দলে যাব না। তোমরা এলানকে হত্যা করেছ আমাকেও হত্যা কর।"

টম বীরের মত জলের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর লং-জন বগলে যে লাঠিটি ছিল সেটি ছুঁড়ে মারল। লাঠিটি ঘাড়ে লাগায় টম আর্তনাদ করে উঠল, একটা গাছের ডাল ধরতে গিয়েও মাটিতে পড়ে গেল। মাটি থেকে উঠবার আগেই লং-জন ছুটে গিয়ে তার পিঠে বসিয়ে দিল একটা ছোরা। শুধু একটা আঘাতই নয়, আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল আর টমের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল। আমি অবাক হয়ে সে দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু পরে দস্যুটা বগলে লাঠি নিয়ে দাঁড়াল, টুপিটা মাথায় রাখল আর ঘাসে ছোরার রক্তের দাগ মুছে নিল। তারপর পকেট থেকে একটা বাঁশী বার করে বাঁশীতে ফুঁ দিল। হাওয়ায় সেই বাঁশীর শব্দ ভেসে গেল দূর থেকে দূরে।

বাঁশীর শব্দ শুনে আমার মনে ভয় হতে লাগল। এ কিসের সঙ্কেত? এবার কি আমার পালা? সবাই মিলে এবার আমাকে খুঁজে বার করবে। টম আর এলানের মত নাবিকদের ছোরার আঘাতে প্রাণ হারাতে হবে। না, আর উপায় নেই, এবার যেদিকে হোক পালাতেই হবে।

আমি ঝোপের পিছন থেকে বের হয়ে ছুটতে লাগলাম। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম ক্যাপ্টেন বন্দুকের আওয়াজ করে জাহাজে ফিরে যাবার যখন নির্দেশ দেবে তখন আমি কি করব?

যদি জাহাজে ফিরে যাবার জন্য নৌকার কাছে যাই, তবে নাবিকেরা আমাকে হত্যা করবে। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে এ দ্বীপে মারা যাব? হায় রে ভাগ্য!

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের গায়ে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ের এক জায়গায় উপর থেকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো নীচে গড়িয়ে পড়ছিল। পাথরের শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, অদ্ভুত এক জীব। আমি চিনতেই পারলাম না এটি কি? বাঘ—না ভল্লুক—না মানুষ—না আর অন্য কিছু?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় হতে লাগল, এ যদি নরখাদক কোন জীব হয় তবে কি হবে? না, ভেবে আর লাভ নেই। মরবার আগে একবার লড়াই করে দেখা যাবে। এই ভেবে এক পা এক পা করে আমি এগোতে লাগলাম। আমাকে এগোতে দেখে ঐ জীবটি এক গাছ থেকে অপর গাছের পিছনে পালাতে লাগল। পালাতে দেখে আমার মনে একটু সাহস হল। আমি কোমর থেকে পিস্তলটি হাতে নিয়ে যখন ঐ অদ্ভুত জীবটির গায়ে ধরলাম তখন সে হাত দুটো জোড়া করে দাড়িয়ে রইল। তখন এ যে মানুষ সে বিষয়ে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কে?"

উত্তর এল—"আমার নাম বেনগান। তিন বছর এ দ্বীপে আছি, এর ভিতর একটি লোকেরও দেখা পাই নি।"

ভাল করে লক্ষ্য করলাম। রোদের তাপে পায়ের চামড়া একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। শুধু শরীরই নয়, ঠোঁট দুটোও কালো হয়ে গিয়েছে। তার পরনে ছিল পুরানো পোষাক, তাতে জাহাজের পালের কাপড় দিয়ে মাঝে মাঝে তালি দেওয়া হয়েছিল।

আমি বললাম—"তিন বছর আগে জাহাজ ডুবি হওয়ার পর থেকেই বোধ হয় এখানে রয়ে গেছ?"

বেনগান বলল—"না, জাহাজ ডুবি নয়, আমার সঙ্গীরা আমাকে এখানে ফেলে গিয়েছে। তিনটি বছর শুধু খেয়েছি ছাগলের মাংস আর বনের ফল। বহু দিন দেশী খাবার খাই নি। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই খাবার আছে। তোমার খাবার থেকে আমাকে কিছু খাবার খেতে দেবে ?"

আমি বললাম—"আমি যদি জাহাজে যেতে পারি তবে তোমাকে অনেক খাবার এনে দিতে পারি।"

ছোট ছেলে-মেয়েরা খাবার পেলে মুখে যেমন খুশীর ভাব ফুটে উঠে, বেনগানের মুখেও তেমনি খুশীর ভাব ফুটে উঠল।

সে প্রশ্ন করল—"তোমার নামটি কি ভাই ?"

আমি বললাম—"জিম্—।"

বেনগান বলল—"জিম্, তুমি বলেছিলে যদি জাহাজে ফিরে যেতে পার তবেই খাবার এনে দিতে পার। যদি কেন ভাই ? তোমাকে কে বাধা দেবে ? তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি খারাপ লোক নই। মনে রেখ, আমি খুব ধনী লোক। আমার অনেক ধন-রত্ন আছে। ইচ্ছে করলে তোমাকেও আমি ধনী করে দিতে পারি। আমার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয়েছে তাই তোমাকে আমি কিছু ধন-রত্ন দেব।"

তারপর চারদিকে তাকিয়ে সে আমার একটা হাত ধরে বলল—"তুমি সত্যি কথা বলত, তুমি যে জাহাজে এসেছ সেটি কি ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের জাহাজ ?

—"ফ্লিণ্ট ত বহুদিন আগে মারা গিয়েছে, জাহাজটি ফ্লিণ্টের নয় সত্যি, তবে সেখানে রয়েছে তার কয়েক জন সঙ্গী।"

—"ক্যাপ্টেনের সঙ্গী ? তাদের ভিতর এক পা'-ওয়ালা কেউ আছে কি ?"

—"হাঁ, তার নাম লং-জন।"

আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতটি ছেড়ে দিল। বলল—

"আমাকে খুঁজে বার করার জন্যই কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? বুঝতে পেরেছি, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার এবার সময় হয়েছে। তবে আশা করি তুমি বুঝতে পারছ এখন তুমি কোথায় আছ।"

তার কথা শুনে বুঝতে পারলাম সে লং-জনের শত্রু। মনে মনে ঠিক করলাম একে সব কথা বলব। এই ভেবে আমাদের হোটেলে জলদস্যুদের হানা দেওয়া থেকে সুরু করে নাবিকদের নৌকায় দ্বীপে আসা সব ঘটনা তাকে বললাম। সে খুব ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনল।

আমার কথা শেষ হলে সে বলল—"আমার সঙ্গে দেখা হয়ে তোমার ভালই হয়েছে। আমিই শুধু তোমাদের সাহায্য করতে পারি। আমার কথা মত যদি তোমরা কাজ কর তবেই তোমরা গুপ্তধনের সন্ধান পাবে, তা' না হলে সারা জীবন এই দ্বীপে ঘুরে বেড়ালেও গুপ্তধন পাবে না। তোমার সঙ্গীরা কেমন লোক?"

—"আমার সঙ্গীরা সবাই খুব ভাল লোক।"

—"আমি তোমাদিগকে সাহায্য করতে পারি তবে তার বিনিময়ে তোমরা শুধু আমাকে দেশে পৌঁছে দেবে।"

—"তোমার সঙ্গে যখন পরিচয় হল তখন আর ভাবনার কোন কারণ নেই। আমরা যখন দেশে ফিরে যাব তখন তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

—"তোমার সব কথা আমি জানতে পারলাম, আমারও উচিত আমার সব কথা তোমাকে জানান। আমি ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের জাহাজের একজন নাবিক ছিলাম। ক্যাপ্টেন গুপ্তধন লুকিয়ে রাখার জন্য এই দ্বীপে এসেছিল। দ্বীপ থেকে কিছুটা দূরে 'ওয়ালরাস' জাহাজটি নোঙ্গর করা হয়েছিল। নৌকা বোঝাই করে ধন-রত্ন নিয়ে ক্যাপ্টেন দ্বীপে এল, সঙ্গে নিল ছয়জন নাবিক। এক সপ্তাহ পরে ফ্লিণ্ট নৌকা করে জাহাজে ফিরে গেল একা, নাবিকদের কেউ আর ফেরে নি। ক্যাপ্টেনকে একা ফিরতে দেখে লং-জন এবং

আরো কয়েকজন জানতে চেয়েছিল—নাবিকরা কোথায় ? তার উত্তরে ক্যাপ্টেন শুধু বলল—'যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় তবে তোমরাও সেখানে গিয়ে থাকতে পার।' আমরা সবাই বুঝলাম ছয় জনকেই হত্যা করা হয়েছে। তখন আমাদের জাহাজে ছিল বিল, সিলভার লং-জন, পিউ, ব্ল্যাকডগ। আমি ছিলাম ঐ জাহাজের একজন নাবিক। এরপরই আমি জলদস্যুর জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাণিজ্য জাহাজে যাই।"

—"তা ত বুঝলাম, কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে ?

—"এ ঘটনার তিন বছর পরে একটা বাণিজ্য জাহাজে এদিক দিয়ে যাবার সময় দ্বীপটি দেখে চিনলাম, আনন্দে মন নেচে উঠল। আমার সঙ্গীদের জানালাম এই দ্বীপেই ক্যাপ্টেন তার সব ধন-রত্ন লুকিয়ে রেখেছে। দ্বীপে গিয়ে গুপ্তধন খুঁজে বার করার জন্য প্রস্তাব করলাম। আমার প্রস্তাবে সঙ্গীরা রাজী হল। ক্যাপ্টেনের নিষেধ সত্বেও আমরা কয়েকজন দ্বীপে এলাম। বারো দিন দ্বীপের এদিকে ওদিকে খোঁজ করলাম কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান পেলাম না, পেলাম শুধু কয়েকটা নরকঙ্কাল, ক্যাপ্টেন যাদের হত্যা করেছিল সেই সব হতভাগ্য নাবিকদের কঙ্কাল।

—"তারপর ?"

—"তারপর, সঙ্গীরা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল জাহাজে। যাবার সময় আমাকে বলল—'তোমার জন্যই আমরা অযথা হয়রানি হলাম তাই তোমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। তোমাকে এখানে রেখে গেলাম, গুপ্তধন খুঁজে বার কর।' তারপর একটি একটি করে দিন কেটে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে তিনটি বছর কেটে গেল। এই তিনটি বছরের একটি দিনেও ভাল খাবার খেতে পাইনি। কারও সঙ্গে কথাও বলি নি।"

—"আমি জাহাজে ফিরে গিয়ে ডাক্তার, ট্রিনলী আর ক্যাপ্টেনকে তোমার কথা বলব। কিন্তু এখন একটা সমস্যা!"

—"কি সমস্যা ?"

—"আমি জাহাজে ফিরে যাব কি করে ?"

—"তার জন্য কোন ভাবনা নেই, আমার নিজের হাতে তৈরী ছোট্ট একটা নৌকা আছে তাতে চড়ে তুমি জাহাজ ফিরে যাবে।"

কথার মাঝে বাধা দিল কামানের গোলার আওয়াজ।

—"দুই দলের লড়াই সুরু হয়ে গিয়েছে। আমার তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছান দরকার।—তুমি আমার সঙ্গে এস।"—এই কথা বলে আমি ছুটতে লাগলাম।

চলতে চলতে বেনগান কি যেন বলল, কিন্তু আমি কোন কথাই শুনতে পেলাম না কারণ আমি ছুটছিলাম। আবার কামানের গোলার আওয়াজ। বুঝতে পারলাম লড়াইটা খুব ভাল ভাবেই সুরু হয়েছে।

সেদিন কতদূর পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলাম তা' আজ আর মনে নেই। তবে ছুটতে ছুটতে এক সময়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বিশ্রামের জন্য বসে পড়েছিলাম একটা গাছের নীচে। সেখানে বসেই দেখতে পেলাম দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর 'ইউনিয়ন জ্যাক্' উড়ছে। তাই দেখে মনে একটু আশা হল, মহাঅন্ধকারের ভিতর একটু আলো যেন দেখতে পেলাম।

কেল্লার সন্ধান

নাবিকেরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছে দ্বীপে, জাহাজ প্রায় খালি, মাত্র ছয় জন নাবিক জাহাজে রয়েছে।

বেলা দেড়টায় কেবিনে সুরু হলে পরামর্শ। কেবিনে রয়েছে মাত্র তিন জন—ক্যাপ্টেন, ডাক্তার আর ট্রিনলী।

সেদিন মোটেই হাওয়া ছিল না, যদি হওয়া থাকত তবে পাল তুলে জাহাজ সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হত। আর বন্দুকের গুলিতে শেষ করে দেওয়া হত ছ' জন নাবিককে। কিছু দিন সমুদ্রে কাটিয়ে ফিরে আসা যেত দ্বীপে। এর ভিতর যে সব নাবিক দ্বীপে গিয়েছে তারা না খেতে পেয়ে মারা যেত। কয়েক দিন পরে দ্বীপে ফিরে গুপ্তধন নিয়ে ফিরে যাওয়া যেত দেশে। কিন্তু সমুদ্রে যাবার আর কোন উপায়ই নেই। জিমকে বিদ্রোহী নাবিকদের মাঝে একা ফেলে রেখে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। আর জাহাজটি এমন জায়গায় রয়েছে যে লং-জনের লোকেরা অনায়াসে দ্বীপ থেকে এসে দখল করে নিতে পারে। কিছু করার আগে ভাবতে হচ্ছে জিম্‌'এর কথা। জীম কোন রকম পরামর্শ না করে হঠাৎ যে কেন দ্বীপে চলে গেল তা কেউ ভেবে পেল না।

নক্সাটি নিয়ে জল্পনা কল্পনা সুরু হল। নক্সার এক জায়গায় 'কেল্লা' বলে চিহ্নিত করা আছে। নক্সা দেখে মনে হয় সেটি উপকূল থেকে বেশী দূরে নয়। বহুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল, কেল্লাটি খুঁজে বার করতে হবে। ঠিক হল, হাণ্টার আর ডাক্তার একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে দ্বীপের দিকে যাবে।

কেবিনের গোপন আলোচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটিকে জলে নামান হল, নাবিকদের নৌকা দু'টো যে দিক দিয়ে গিয়েছিল এ নৌকাটি কিন্তু সে দিক দিয়ে গেল না, বাঁ দিক দিয়ে চলতে লাগল। সিলভারের লোকদের কয়েকজন নৌকা থেকে জাহাজের

দিকে লক্ষ্য রাখছিল। উপকূল কিছুটা দূরে গিয়ে মোড় ঘুরেছে। দেখতে দেখতে ছোট্ট নৌকাটি বাঁকের আড়ালে চলে গেল।

তার ফলে লং-জন বা তার দলের কেউ ডাক্তারকে দেখতে পেল না। উপকূলে পোঁছেই একটু খোঁজ করার সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার সন্ধান মিলে গেল। বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা জমি, মাঝে একটা ঘর—ঘরের সব-কিছু কাঠ দিয়ে তৈরী। ঘরের কাছেই একটা জলের ঝর্ণা। ঘরটিতে জন কুড়ি লোক কষ্ট করে বাস করতে পারে। ঘরের চারপাশে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। খানিকটা দূরে কেল্লা ঘিরে রয়েছে গাছের গুঁড়ির বেড়া—বেড়াগুলো ছ'ফুট উঁচু।

কেল্লাটি ডাক্তারের খুবই পছন্দ হল। ভাবলেন, আর জাহাজে নয়, এই কেল্লাতেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। জাহাজে যদি বিদ্রোহ দেখা দেয় তবে জলের অভাবে মারা যেতে হবে, কিন্তু কেল্লায় সে ভয় নেই কারণ কেল্লার ভিতরে একটা ঝর্ণা রয়েছে।

ডাক্তার আবার জাহাজে ফিরে গেলেন। জাহাজে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেন আর ট্রিনলীকে কেল্লার কথা জানালেন। তাঁর প্রস্তাবে সবাই রাজী হলেন।

সামনের ডেক থেকে পিছনের ডেকে আসার যে পথটি রয়েছে তার মাঝে একটা গদীকে দাঁড় করিয়ে পাঁচিল তুলে দেওয়া হল, যাতে সামনের ডেক থেকে কেউ দেখতে না পায় পিছনে কি হচ্ছে। একজন বন্দুক হাতে গদীর পিছনে দাড়িয়ে রইল, যদি প্রয়োজন হয় তবে গুলি ছুঁড়ে বাধা দেবে।

ক্যাপ্টেন সামনের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন, যাতে যে কয়জন নাবিক জাহাজে রয়েছে তাদের মনে কোন সন্দেহ না হয়। এদিকে ডাক্তার, জয়েস আর হাণ্টার নৌকায় সমস্ত জিনিস বোঝাই করতে লাগল। নৌকা বোঝাই হয়ে গেলে তারা দ্বীপে সেগুলো রেখে জাহাজের কাছে ফিরে এসে আবার নৌকা বোঝাই

করে। জয়েস দ্বীপে মালপত্র পাহারা দিতে লাগল। এ ভাবে কয়েক বার দ্বীপে যাওয়া হল। ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। নাবিকদের জাহাজে ফিরে আসবার সময় হয়েছে, তাই আর বেশী দেরী করা উচিত নয়। হাণ্টারকে দ্বীপে রেখে ডাক্তার একবার একা ফিরে এলেন। আবার নৌকা বোঝাই হল এবার ট্রিনলী, রেডরুথ নৌকায় উঠল।

ক্যাপ্টেন যে কয়জন নাবিক জাহাজে ছিল তাদের বললেন—"আমরা এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমাদেরও উচিত আমাদের সঙ্গে যাওয়া। তোমাদের কেউ যদি আমাদের সঙ্গে যেতে না চাও তবে অবশ্য কিছুই আমি বলব না। যাওয়া না-যাওয়া সবই তোমাদের ইচ্ছে। তোমরা কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে চল।"

কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না বা এগিয়েও এল না।

ক্যাপ্টেন আবার বললেন—"গ্রে, আমাদের অনুসরণ করবার জন্য আমি আদেশ দিচ্ছি। আমি জানি তুমি সৎ ও আমাদের অনুগত তাই তোমার ভালর জন্যই আমার এ আদেশ। আশা করি আমার আদেশ মত কাজ করবে, ত্রিশ সেকেণ্ড সময় দিলাম। যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও তবে এস।"

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হওয়ার পরই জাহাজের ওপাশে ছুটো-পাটির শব্দ শোনা গেল। মনে হল ভিতরে হয়ত মারামারি চলছে।

"আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন"—এ কথা বলতে বলতে একটু পরেই গ্রে ছুটে এল এবং ক্যাপ্টেনের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

দেখা গেল গ্রে'র গাল থেকে রক্ত পড়ছে, ছোরার আঘাতে তার গাল কেটে গিয়েছে।

ক্যাপ্টেন তখন নৌকায় এসে উঠলেন। ছোট্ট নৌকাটি মোটেই ভার সইতে পারছিল না তাই মাঝে মাঝে নৌকায় জল উঠতে লাগল আর সবাই মিলে জল ছেঁচে ফেলে।

হঠাৎ নৌকা থেকে ডাক্তার আর ক্যাপ্টেন জাহাজের দিকে তাকালে ভয়ে তাদের মুখ নীল হয়ে গেল। জাহাজে একটা কামান ছিল। দেখা গেল নাবিকেরা কামানটির মুখ নৌকার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কামানের একটা গোলায় নৌকার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

গ্রে বলল—"ইস্‌রাইল পাকা গোলন্দাজ, সে ফ্লিণ্টের জাহাজের গোলন্দাজ ছিল। ইস্‌রাইল কামানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার নির্দেশে সবাই কাজ করছে।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"নৌকায় যারা রয়েছে তাঁদের ভিতর কে ভাল বন্দুক ছুঁড়তে পারে?"

ডাক্তার বললেন—"ট্রিনলী।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"আর অপেক্ষা কর না, এখনই হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ুন।"

ট্রিনলী তখন বন্দুক হাতে নিলে, আর বাকি সবাই প্রাণপণে নৌকার দাঁড় টানতে লাগল। ট্রিনলী বন্দুকের ঘোড়া টিপল। গুলির আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জাহাজের একজন নাবিক আহত হয়ে শুয়ে পড়েছে। নাবিকেরা কামানের গোলা ছুড়ল। বেনগানের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি জাহাজের গোলার শব্দ শুনতে পেলাম।

নৌকা যখন প্রায় তীরের কাছে পৌঁছেছে তখন কামানের গোলা এসে পড়ল, তবে খুব বাঁচোয়া যে গোলা নৌকায় না পড়ে নৌকার কাছে জলে পড়ল। তার ফলে জলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল। জলের ধাক্কায় তাল সামলাতে না পেরে নৌকা গেল উল্টে।

নৌকা উল্টে গেল কিন্তু জল ছিল কম, তাই জলে কেউ ডুবে গেল না। সবাই তখন জল থেকে সব জিনিস পত্রগুলো ঘাড়ে করে ডাঙ্গায় নিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা হৈ চৈ শোনা গেল মনে হল কারা যেন চীৎকার করতে করতে সেদিকে ছুটে আসছে। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলেন নৌকাতে যারা ছিল তারা নৌকা দেখে খবর দিয়েছে, আর খবর পেয়েই ছুটে আসছে সবাই। লং-জনের লোকজনদের ছুটে আসতে দেখে ক্যাপ্টেনের দলের সবাই কেল্লার দিকে ছুটতে লাগল। কেল্লায় পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই সেখানে বন্দুক রয়েছে। ভিজে জামা-কাপড়ে দৌড়তে অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু উপায় নেই—থামলে ত চলবে না।

লং-জনের দলের লোকেরা যখন খুব কাছাকাছি এসে গেল তখন ক্যাপ্টেন ভাবলেন আর একটু পরেই বিদ্রোহীর দল তাদের ঘিরে ফেলবে, এখন যদি বিদ্রোহীদের একজনকেও আহত করা যায় তবে হয়ত ভয় পেয়ে ওরা আর এগোবে না। তাই ক্যাপ্টেন একটা বন্দুক ট্রিনলীর হাতে দিলেন।

ট্রিনলী বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন, গুলিতে আহত হয়ে একজন মাটিতে শুয়ে পড়ল। একজন আহত হয়েছে দেখে ক্যাপ্টেনের দল জয়ধ্বনি করে উঠল। কিন্তু তখনই পিস্তলের আওয়াজ হল আর ক্যাপ্টেনের কানের কাছ দিয়ে একটা গুলি চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রেডরুথ আহত হয়ে শুয়ে পড়ল, পিস্তলের গুলিটা তার গায়ে লেগেছে।

ক্যাপ্টেনের দলের সবাই তখন বিদ্রোহীদের দিকে ফিরে দাঁড়ল, প্রত্যেকের হাতেই এক একটা বন্দুক। সবাই বন্দুকের ঘোড়া টিপল কিন্তু একটি ছাড়া আর কোনটির ভিতর থেকে গুলি বার হল না। জলে ভিজে সবগুলো বন্দুকই অকেজো হয়ে গেছে।

ডাক্তার রেডরুথকে পরীক্ষা করে দেখলেন আঘাত গুরুতর, বাঁচবার আশা কম।

এদিকে গুলির আওয়াজ শুনে ডাক্তারদের সাহায্য করার জন্য দু'জন কেল্লার ভেতর থেকে ছুটে এল পাঁচিলের দিকে।

হাতেই ছিল বন্দুক, তা'ছাড়া সঙ্গে আরো কয়েকটা বন্দুক নিয়ে এসেছিল। বন্দুক পেয়ে সবার মন থেকে ভয় দূর হল, তারা বিদ্রোহী দলের দিকে গুলি চালাল। বিদ্রোহী দল পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহীর দল পালিয়ে গেলে রেডরুথকে নিয়ে সবাই কেল্লার ভিতরে গেল।

অনুগত ভৃত্যের জন্য ট্রিনলীর মুখটি ব্যাথায় কালো হয়ে গেল। ট্রিনলী তার পাশে বসে শিশুর মত কেঁদে উঠল—"তুমি কি চললে ?"

রেডরুথ কোন উত্তর দিল না।

ট্রিনলী আবার বলল—"তোমার এ অবস্থার জন্য আমি দায়ী। আমি তোমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছি। তুমি যাবার সময় শুধু বলে যাও—তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।"

আহত রেডরুথ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বলল—"এরজন্য আপনি দায়ী নন। সবই যিশু—"

কথা আর শেষ হল না, মাথাটি ঢলে পড়ল।

ক্যাপ্টেন তার ঝোলার ভিতর থেকে একটা পতাকা, দড়ি, আর একটা ছোরা বের করলেন। কেল্লার ভিতরটা পরিষ্কার করে ফেললেন, হাণ্টার তাকে সাহায্য করতে লাগল। কেল্লার কোণে যে গাছের গুঁড়িটি রয়েছে সেখানে ইউনিয়ন-জ্যাক পতাকাটি উড়িয়ে দিলেন। আর একটা পতাকা দিয়ে রেডরুথের দেহটাকে ঢেকে দিলেন।

ক্যাপ্টেন ট্রিনলীকে বললেন,—"দুঃখ করে কি করবেন ? সবই প্রভু যিশুর ইচ্ছা। প্রভুর প্রতি সে তার কর্তব্য করেছে।"

তারপর ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন—"আমরা কয় সপ্তাহ পরে ফিরে যেতে পারব বলে আশা রাখেন ?"

ডাক্তার বললেন—"কয় সপ্তাহ ! বলুন কয় মাস। আমরা যদি

আগস্ট মাসের ভিতর দেশে ফিরে না যাই তবেই ব্ল্যাণ্ডলী আমাদের জন্য একটা জাহাজ পাঠাবেন।"

—"তা' হলে ত ভাবনার বিষয়।"

—"কেন ?"

—"বন্দুক গোলা বারুদের জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু খাবারের জন্য। আমাদের যে খাবার রয়েছে তার পরিমান খুবই কম। তাই যত ভাবনা খাবারের বিষয়ে।"

ঠিক সেই সময়ে চীৎকার আর মাঝে মাঝে পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কেল্লাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। কেল্লার ভিতরে যারা ছিল তারা বন্দুক ছুঁড়ে এর উত্তর দিল। কেল্লার ভিতর থেকে বন্দুক ছোড়ার পরেই বাইরের সব চুপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিদ্রোহীরা গুলি ছোড়ে আর কেল্লার ভিতর থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়। এ ভাবে সারাটি সন্ধ্যা কেটে গেল। ক্যাপ্টেনের দল বুঝতে পারল জাহাজের বিদ্রোহীরা গোপন ভাবে লুকিয়ে কিছু গোলা-বারুদ এনেছে।

ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন।

এমন সময় শোনা গেল কেল্লার বাইরে কে যেন ডাকছে—"ডাক্তার, ট্রিলনী ক্যাপ্টেন—আপনারা কোথায় ?"

হাণ্টার পাহারা দিচ্ছিল সে এসে ক্যাপ্টেনকে বলল—কে যেন তাদের নাম ধরে ডাকছে।

ডাক্তার কেল্লার দরজায় গিয়ে দেখলেন—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমাকে দেখে তিনি ছুটে এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন।

লং জনের আবির্ভাব

কাঠের গুঁড়ির উপর ইউনিয়ন-জ্যাকটি দেখে বেনগান সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—"ওখানে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গীরা রয়েছেন।"

আমি বললাম—"তা' না হয়ে জলদস্যুদের ঘাঁটিও হতে পারে।"

বেনগান বলল—"দূরে যে জাহাজটি দেখা যাচ্ছে ওদিকে তাকিয়ে দেখ, জাহাজের মাস্তুলে জলদস্যুদের কালো পতাকাটি উড়ছে। তোমার সঙ্গীদের সত্যি বুদ্ধি আছে। তারা ভাল জায়গাটিই বেছে নিয়েছে। এই দ্বীপের ভিতর এ জায়গাটিই সব চেয়ে নিরাপদ।"

—"আমার সঙ্গীদের খোঁজ করার দরকার।"

—"তুমি যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব না, আমি আমার গুহায় ফিরে যাব। তুমি গিয়ে ডাক্তার আর ক্যাপ্টেনকে আমার কথা বলবে। ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করলেই তাকে সব কথা আমি বলব। সে তখন সাত রাজার ধনের মালিক হবে। কি ভাবে সে ধন-রত্ন পাবে তা' শুধু আমি তাকেই বলব, আর কাউকে নয়। আমার সঙ্গে তোমার আজ যেখানে দেখা হয়েছে সেখানেই আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

—"আমি নিশ্চয়ই সঙ্গীদের মাঝে ফিরে গিয়ে তোমার কথা বলব।"

—"মনে রেখ তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমার সাথে দেখা করা দরকার।"

এমন সময় আবার কামানের গোলার আওয়াজ হল। আমরা দু'জন উঠে দাঁড়ালাম আর দু'জন দু'জনের বিপরীত দিকে চলতে লাগলাম।

যেতে যেতে এক সময়ে কেল্লার দরজার কাছে হাজির হয়ে সবাইকে ডাকতে লাগলাম। ডাক্তার এসে আমাকে জড়িয়ে

ধরলেন। আমাকে দেখে তাদের মন থেকে আমার বিষয়ে তাদের দুশ্চিন্তা দূর হল। অবশ্য না বলে যাওয়ার জন্য সবাই আমাকে খুব বকুনি দিল। দেখলাম, কেল্লার এক কোণে রেডরুথের মৃত দেহটা রয়েছে।

রাত হয়ে যাওয়ায় ভেবেছিলাম এবার বিশ্রামের সুযোগ মিলবে, কিন্তু তা' হল না। ক্যাপ্টেন আমাদের সবাইকে ডাকলেন আর প্রত্যেককে এক একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। কারও উপর দায়িত্ব দেওয়া হল খাবার তৈরী করার, কারও উপর দায়িত্ব দেওয়া হল কাঠ সংগ্রহ করার, কবরের জন্য মাটি খুড়বার দায়িত্ব দেওয়া হল কারও উপর, আমাকে কেল্লা পাহারা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হল। আর ক্যাপ্টেন ঘুরে ঘুরে আমাদের সবাইকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

ডাক্তারের উপর দায়িত্ব ছিল খাবার তৈরী করার। কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে দরজার কাছে আসতেন, আর আমার সঙ্গে কথা বলতেন।

ডাক্তার একবার আমার কাছে এসে বললেন—"আচ্ছা, বেনগান কি সুস্থ মানুষ ?"

আমি বললাম—"সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—"যে লোক নির্জন দ্বীপে তিন বছর একা একা থাকতে পারে তার মন কিছুতেই সুস্থ থাকতে পারে না। সে ভাল খাবার চেয়েছে ?"

—"হাঁ।"

—"তাকে আমি একটা ভাল জিনিস খেতে দেব।"

—"কি দেবেন ?"

—"আমার কাছে একটা ছোট্ট কৌটা আছে তা' তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। তাতে কি আছে জান ?"

—"কি আছে ?"

—"তাতে আছে পুষ্টিকর খাবার, ইটালিতে তৈরী পনির। আমার সঙ্গে দেখা হলেই তাকে সেটি খেতে দেব।"

রান্না হয়ে গেল। খেতে বসার আগে আমরা রেডরুথকে কবর দিলাম।

খেতে বসে আমাদের আলোচনা চলল।

আমরা সবাই খুব পরিশ্রান্ত। খানিক পরে আমরা সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

"লংজন এসেছে, তার হাতে সাদা পতাকা"—এ কথায় আমাদের সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই উঠে দাঁড়ালাম ও প্রাচীরের কাছে হাজির হলাম। ক্যাপ্টেন আমাদের সবাইকে সাবধান হতে বললেন।

যে পাহারা দিচ্ছিল সে বলল—"বাইরে কে—দাঁড়াও, না হলে গুলি করব।"

লং-জন পাঁচিলের ওপার থেকে বলল—"সাদা পতাকা যে শান্তির পতাকা তা' নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। আমার হাতে যে সাদা পতাকা রয়েছে তা' নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছ।"

ক্যাপ্টেন বলল—"বিদ্রোহীদের বিশ্বাস নেই। এখন আমাদিগকে খুব সাবধান হতে হবে। প্রয়োজন হলেই গুলি ছুঁড়তে হবে। ডাক্তার আপনাকে কেল্লার উত্তর দিকে, জীম্‌কে পূব দিকে, গ্রেকে পশ্চিম দিকে পাহারা দিতে হবে। সবাইকে সকল সময় সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলে চলবে না।"

ক্যাপ্টেন এ-কথা বলে লং-জনের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কেল্লার দরজার কাছে গিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—"তোমরা কিসের জন্য এখানে এসেছ?"

লং-জনের সঙ্গে যে লোকটি ছিল সে বলল—"ক্যাপ্টেন লং-জন সন্ধি করবার জন্য এসেছেন।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"ক্যাপ্টেন লং-জন! কে সে? কে কবে তাকে ক্যাপ্তেন করেছে?"

এবার লং-জন বলল—"আমিই ক্যাপ্টেন লং-জন। আপনারা জাহাজ ছেড়ে আসার পর সবাই মিলে আমাকে ক্যাপ্টেন করেছে। আপনাদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করার জন্য এখানে এসেছি।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। তবে একান্তই যদি কথা বলতে চাও তবে ভিতরে আসতে পার। কিন্তু মনে রেখ, বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার জন্য তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে।"

লং-জন তার বগলের লাঠিটি প্রথমে কেল্লার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও পাঁচিল পার হয়ে কেল্লার ভিতরে এল। ক্যাপ্টেনকে নমস্কার করে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন বললেন—"বস"।

লং-জন বলল—"বাইরে ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতরে বসলে হত না।"

—"তুমি ভুলে যেও না, এখন আর তুমি আমাদের কেউ নও, বিদ্রোহী জলদস্যুদের নেতা।"

লং-জন সেখানে বসল। চারদিকে তাকিয়ে বলল—"তোমরা ত বেশ ভাল জায়গা বেছে নিয়েছ। আর দেখছি সবাই একই জায়গায় রয়েছে। জিম্‌ও দেখছি তোমাদের মধ্যে রয়েছে।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"বাজে কথা বলে লাভ কি? তোমার কি বলার আছে তাই বল।"

আমি তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালাম।

লংজন বলল—"গতকাল রাত্রে অন্ধকারের ভিতর আমাদের জাহাজে হানা দিয়ে একজন নিরীহ নাবিককে হত্যা করে আসা কি খুব ভাল হয়েছে?"

কথা শুনে ক্যাপ্টেন ত অবাক। রাত্রে আমাদের কেউ কেল্লার বাইরে যায় নি হত্যা করবে কি করে?

আমি বুঝলাম বেনগান রাত্রে তার ছোট্ট নৌকা করে জাহাজে গিয়ে এক জনকে হত্যা করেছে।

ক্যাপ্টেন কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে লং-জন বলল—"এ সত্যি খুব অন্যায় কাজ হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

—"তোমাদের কাছে দ্বীপের নক্সা রয়েছে। তাই নয় কি?"

—"নক্সা থাকলে তোমার কি?"

—"নক্সাটা আমাদের চাই।"

—"তোমার ভয়ে নক্সা দিতে হবে? এটুকু তোমার বোঝা উচিত আমরা তোমাদের ভয় করি না।"

—"আমাদের প্রস্তাব হল নক্সাটি আমাদের দিলে গুপ্তধন নিয়ে যখন আমরা দেশে ফিরে যাব তখন তোমাদেরকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব। আমাদের জাহাজে যেতে না চাইলে আমাদের কাছে যা খাবার রয়েছে সেগুলো রেখে যাব। পথে যে জাহাজের সঙ্গে প্রথম দেখা হবে সেটিকেই পাঠিয়ে দেব তোমাদের জন্য।"

ক্যাপ্টেন গম্ভীর গলায় বললেন—"আর কিছু বলার আছে?"

লং-জন বললে—"না আমার যা' বলার ছিল তা' বলেছি এবার তোমাদের মত জানতে চাই।"

—"আমরা যদি তোমার প্রস্তাবে রাজী না হই?"

—"তবে কামানের গোলা ছুঁড়ে বাধ্য করা হবে আমাদের প্রস্তাব মেনে নেবার জন্য।"

—"এবার আমাদের কথা শোন। যদি ভাল চাও তবে সবাই আত্মসমার্পণ কর। তোমাদের কথা দিচ্ছি দেশে পৌঁছে দেব। গুপ্তধন তোমরা কোনদিনই পাবে না। জাহাজ তোমরা চালাতে

পারবে না। তোমাদের কেউ জাহাজ চালাতে জানে না। লড়াই করেও বেশী লাভ হবে না কারণ এরই মধ্যে তোমাদের চারজন মারা গেছে। আমার শেষ কথা শুনে যাও—আমাদের প্রস্তাবে রাজী না হলে এরপর যখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তখন বন্দুকের গুলি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাব।”

কথা শুনে রাগে লং-জনের চোখ ছুটো লাল হয়ে গেল, মনে হতে লাগল যেন এখনই সব ভস্ম করে ফেলবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পাঁচিল পার হয়ে গেল।

যাবার সময় বলে গেল—“এক ঘণ্টার ভিতর কামানের গোলা দিয়ে কেল্লা ধ্বংস করে ফেলব, যদি ক্ষমতা থাকে তবে তোমরা আত্ম রক্ষা করো।”

পাঁচবার হোঁচট খেয়ে সে কেল্লা থেকে বোরয়ে গেল এবং বনের ভিতর অদৃশ্য হল।

লং-জন চলে গেলে ক্যাপ্টেন পিছন ফিরে আমাদের দেখতে পেয়ে রেগে গেলেন, বললেন—“আমি দেখছি আমার কথা মত কেউ কোন কাজ করে না। পাহারা দেবার বদলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছ। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম হলে চলবে কি করে? শত্রুর হাত থেকে কেল্লা রক্ষা হবে কি করে?”

খানিকক্ষণ চুপ পরে থেকে ক্যাপ্টেন আবার বললেন—“লং-জনকে আমি উপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। সে যাবার সময়ে বলে গেল এক ঘণ্টার ভিতর গোলা দিয়ে কেল্লা উড়িয়ে দেবে। যদিও সংখ্যায় আমরা খুবই কম তবু কেল্লার ভিতর থেকে গুলি চালালে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হার মানতে হবে।”

কেল্লার বিভিন্ন জায়গায় আমাদিগকে দাঁড় করিয়ে ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন—“কোন জায়গায় কিছু নড়তে দেখলেই গুলি চালাতে হবে।”

কেল্লার পাঁচিলের মাঝে মাঝে যে ফুটো ছিল তার ভিতর

দিয়ে বন্দুকের নলটি বের করে বন্দুকের ঘোড়া টিপবার জন্য সবাই প্রস্তুত, গর্তের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে সবার চোখ।

জয়েস ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে এসে বলল—"আমি কাউকে দেখতে পেলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ব ?"

ক্যাপ্টেন বললেন—"আমি আগেই বলেছি, বিদ্রোহীদের দেখতে পেলেই গুলি ছুঁড়তে হবে।"

"ধন্যবাদ"—বলে জয়েস ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

হঠাৎ জয়েসের বন্দুক গর্জন করে উঠল, কিন্তু গুলি শত্রুপক্ষের কারও গায়ে লাগল না।

চারদিক থেকে কেল্লার ভিতরে গুলি আসতে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই সব চুপ। আমরা ভাবলাম সবাই পালিয়েছে।

হঠাৎ উত্তর দিকে অনেকগুলো লোকের চীৎকার শোনা গেল। একদল লোক কেল্লার দিকে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে কয়েক জন পাঁচিলের উপরে উঠে পরল। ট্রিনলী আর গ্রে ঘন ঘন গুলি ছুড়তে লাগল। গুলিতে আহত হয়ে দু'জন আমাদের দিকে আর একজন বাইরের দিকে পড়ে গেল। চারদিক থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

এদিকে চারজন লাফিয়ে পরল কেল্লার ভিতরে। ট্রিলনী আর গ্রে চারজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু একটি গুলিও তাদের গায়ে লাগল না।

কেল্লার ভিতরে জন্ এণ্ডারসন ঢুকেছিল। সে চীৎকার করে বলল—"সবাই এক সঙ্গে।"

এমন সময় একজন হান্টারের হাত থেকে তার বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে এমন আঘাত করল যে সে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। অপর একজন ঘরের দিকে এগিয়ে এসে ডাক্তারকে আক্রমণ করল।

খানিকক্ষণের ভিতরেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। কেল্লা

ধোঁয়ায় ভরে গেল। মানুষের চীৎকার আর মাঝে মাঝে পিস্তলের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

হঠাৎ শোনা গেল ক্যাপ্টেন চীৎকার করে বলছে—"বন্দুক বা পিস্তল নয়, তলোয়ার হাতে নাও।"

ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো তলোয়ার ছিল। আমি সেখান থেকে একখানা তরোয়াল তুলে নিয়ে যখন ঘর থেকে বেড়িয়ে আসছি ঐ সময়ে বিদ্রোহীদের একজন একটা তলোয়ার নিয়ে আমাকে আঘাত করল। আমার হাতে একটু আঘাত লাগল। হাত থেকে রক্ত পড়তে লাগল। আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমার মনে হল আমার পেছনে কে যেন আসছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি ডাক্তারের হাতে তলোয়ার, সে একজনের পিছনে ছুটছে। লোকটা কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারল না, আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আবার ক্যাপ্টেনের চীৎকার শোনা যায়—"কেল্লার চারদিকে লক্ষ্য রাখ।"

চীৎকার শুনে আমি পূবদিকে দৌড়ে গেলাম। খানিকটা গিয়েই সামনে দেখতে পেলাম এণ্ডারসনকে। আমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে সে আঘাত করল। তার তলোয়ার থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য আমি একটু পাশে সরে গেলাম। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলাম। মাটি থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম দেখি, এণ্ডারসন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। আব্রাহাম গ্রে ওর পেছনে ছিল, তার আঘাতেই এণ্ডারসনকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমাদেরই একজনের গুলিতে লাল টুপি পড়া একজন বিদ্রোহী নিহত হল। অবস্থা খারাপ দেখে একজন বিদ্রোহী পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ক্যাপ্টেন চীৎকার করে বললেন—"গুলি কর, গুলি কর।"

কিন্তু আমরা কেউ তাকে গুলি করলাম না, সে বনের ভিতর পালিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ধোঁয়া কমে গেল। লড়াইতে আমাদের জয় হয়েছে বটে তবে মন আমাদের মুস্‌ড়ে পড়ল। জয়েস নিহত, হাণ্টার অজ্ঞান হয়ে রয়েছে আর গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে ক্যাপ্টেন। ট্রিনলী বললেন—"ক্যাপ্টেন আহত!"

ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন—"বিদ্রোহীরা কি পালিয়েছে?"

ডাক্তার বললেন—"সবাই প্রায় পালিয়েছে। কিন্তু পাঁচজনকে আর ফিরে যেতে হয় নি।"

ক্যাপ্টেন বললেন—"পাঁচজন! তবে ওদের দলের পাঁচজন কমে গেল?"

ক্যাপ্টেনের আঘাত যদিও মারাত্মক নয়, তবু ডাক্তার বললেন কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে, তবেই সুস্থ হবে।

ডাক্তার আঘাতের জয়গায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে ট্রিনলী আর ডাক্তার ক্যাপ্টেনের বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন। তাদের তিনজনের ভিতর অনেকক্ষণ কি যেন আলোচনা হল। আমি এবং গ্রে দূরে বসেছিলাম। আমার সন্দেহ হল ডাক্তার বেনগানের কাছে যাবে। গ্রে'কে আমি সে কথা বললাম। তা' শুনে গ্রে বলল—"তুমি কি পাগল হয়েছ? তা কি করে সম্ভব!"

তারপর দেখলাম ডাক্তার একটা পিস্তল আর সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় দ্বীপের নক্সাটিও নিয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হল নিশ্চয়ই বেনগানের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছে।

॥ জাহাজ দখল ॥

ডাক্তার কেল্লা থেকে যখন চলে গেলেন তখন আমার মনে খুব রাগ হল। আমি সব খবর এনে দিলাম আর আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনা না করেই একা বেনগানের সঙ্গে দেখা করার জন্য চলে গেলেন। ভাবতে লাগলাম—কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়।

সবার যখন খাওয়া হয়ে গেল তখন আমি তাড়াতাড়ি খাবারের থালাগুলো ধুয়ে ফেললাম। তারপর পকেটে রাখলাম কিছু খাবার, একটা পিস্তল আর কিছু গুলি। মনে মনে ঠিক করলাম, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন আমি পাঁচিল পার হয়ে বাইরে চলে যাব। বেনগানের নৌকাটি কোথায় আছে তা' যদি দেখে রাখা যায় তবে বিপদের সময়ে কাজে লাগতে পারে। আমাকে অবশ্য রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না, রাত্রির আগেই সুযোগ মিলে গেল। ট্রিলনী আর গ্রে আহত ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যখন ব্যস্ত আমি তখন পাঁচিল পার হয়ে পূবদিকে হাঁটতে লাগলাম।

শুধু মাত্র দু'জন সুস্থ লোককে কেল্লায় রেখে বাইরে চলে যাওয়া যদিও খুবই অন্যায় হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার অভিযানই বিপদ থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করেছিল।

আমি পূবদিক দিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে সমুদ্রের ধারে হাজির হলাম। দেখলাম সমুদ্র খুবই শান্ত কোন চঞ্চলতা নেই, দূরে জাহাজটি দেখা যাচ্ছে। দূরে দুটো নৌকার ভিতর লং-জনের দলের লোকেরা বসে রয়েছে। আনন্দ করছে আর মদ খাচ্ছে।

জাহাজের মাস্তুলে জলদস্যুদের পতাকা উড়ছিল। যদিও সবই আমার কাছ থেকে বহুদূরে—প্রায় এক মাইল দূরে, তবুও আজ সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। নাবিকেরা খুব হাসাহাসি করে কি যেন বলছিল। দূরে ছিলাম বলে তাদের কোন কথাই শোনা

গেল না। মাঝে মাঝে লং-জনের প্রিয় পাখী ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের কথাগুলো বাতাসে ভেসে আসছিল। দেখতে পেলাম সে তার প্রভুর ঘাড়ে বসে রয়েছে। লং-জনকে দূর থেকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি।

সূর্য সন্ধ্যার আকাশ থেকে বিদায় নিচ্ছিল আর ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছিল অন্ধকার।

আমি এ-গাছের সামনে দিয়ে ও-গাছের পিছন দিয়ে যেতে যেতে এমন এক জায়গায় হাজির হলাম যেখানকার মাটির রঙ সাদা। বেনগান আমাকে বলেছিল সাদা পাহাড়ের নীচেই নৌকাটি রয়েছে। তাই আশে-পাশে খোঁজ করতে লাগলাম। খানিকক্ষণ খোঁজ করার পর এক জায়গায় একটা ছোট নৌকা দেখতে পেলাম। নৌকাটি সত্যিই খুবই ছোট, তা'তে মাত্র একজনই বসতে পারে। কাঠের নৌকার ভিতরটা ছাগলের চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, এই অন্ধকারের মধ্যে যদি ছোট্ট নৌকাটিতে করে জাহাজে গিয়ে জাহাজখানা দখল করে নিলেত বেশ হয়।

মাথায় বুদ্ধিটি আসার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটিকে জলে নামিয়ে দিলাম। সমুদ্রে তখন ছিল ভাঁটা। ভাঁটার টানে নৌকাটি ধীরে ধীরে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল।

নৌকাটি এগিয়ে চলেছে। যেতে যেতে এক সময়ে নৌকার সামনে একটা মোটা দড়ি দেখতে পেলাম। এটি জাহাজেরই কাছি। আমি তখনই এক হাত দিয়ে দড়িটি ধরে ফেললাম। আর এক হাত দিয়ে ছোরা দিয়ে দড়িটি কাটতে সুরু করলাম। কয়েক মিনিটের ভিতর কাছিটি কেটে গেল। কেন যে আমি এ কাজটি করলাম তা' আমি নিজেই জানিনা। দড়িটি দেখেই কেটে ফেলতে ইচ্ছে হল অমনি আমি তা' কেটে ফেললাম।

আমি যখন কাছিটি কাটছিলাম সেই সময়ে বিদ্রোহীদের নৌকা থেকে গান ভেসে আসছিল—

মরা মানুষের সিন্দুকে ভাসছে পনেরো জন,
হো—হো—হো এক বোতল মদ,
মদ খাও আর ফুর্তি কর খুশী রাখ মন,
হো—হো—হো এক বোতল মদ !

কাছিটি কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি স্রোতের টানে ছুটে চলল। আমার নৌকাও জাহাজের পিছনে পিছনে তুলতে তুলতে এগিয়ে চলল। সারা দিনের পরিশ্রম তার উপর দোলা, আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন কি করে যে সমুদ্রের জলে ছোট্ট নৌকাটির উপর ঘুমিয়ে ছিলাম সে কথা ভাবতে গিয়ে আজ অবাক হয়ে যাচ্ছি।

চোখে সূর্যের আলো এসে পড়ায় ঘুম ভাঙ্গল। মনে ভয় হল, না জানি কতদূরে চলে গেছি। না, ভয়ের কোন কারণ নেই, দেখলাম দ্বীপ থেকে বেশী দূরে যাই নি। আমার নৌকাটি এগিয়ে চলেছে। আমার নৌকাটির আগে আগে চলেছে জাহাজটি।

আশ্চর্যের বিষয় জাহাজ আর নৌকাটি উত্তর দিকেই এগিয়ে চলেছে। মনে পড়ে যায় লং-জনের কথা, 'এই দ্বীপের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে উত্তর-মুখো একটা স্রোত। সে স্রোতে সব কিছুকেই টেনে নিয়ে যায় উত্তর দিকে।' বুঝতে পারলাম উত্তর-মুখো স্রোতের ভিতর আমার নৌকাটি ঘুরছিল।

স্রোতের টানে নৌকাটি এগিয়ে চলেছে ত চলেছেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। খিদে লেগেছিল খুব, ইচ্ছে করছিল জাহাজে উঠে পড়ি। কিন্তু ইচ্ছে করলে কি হয়, উপায় ছিল না। কারণ নৌকা আর জাহাজের দূরত্ব ছিল অনেকটা।

জাহাজের পিছনে চলতে চলতে নৌকাটি এক সময়ে জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে পড়ল। মাথার উপরে একটা দড়ি ঝুলতে

দেখলাম। দড়িটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া হয়ে লাফ দিলাম। ভগবান সহায় ছিলেন, আমি দড়িটা ধরে ফেললাম। দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে লাগলাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি নৌকায় জল উঠে সেটি ডুবে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত জাহাজে উঠলাম, কিন্তু জাহাজে লোক-জনের কোন সাড়া না পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম, সব গেল কোথায় ? কোথায় কে আছে তা' দেখা যাক, এদিকে ওদিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম।

জাহাজের ডেকেতে ছু'জনকে দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, একজন বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে আর একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। যে নাবিকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তার নাম ইস্‌রাইল হ্যাণ্ডস। ছু'জনের সামনে রয়েছে কয়েক বোতল মদ। নিহত নাবিকের বুকে বড় একটা ছোরা। বুঝলাম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার পরিণতি।

ইস্‌রাইলের যে আঘাতটা কোথায় লেগেছে তা' ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে তার জামা কাপড় রক্তে একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিলাম কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। পকেটে কোন অস্ত্র আছে কিনা তাই দেখবার জন্য পকেটে হাত দিলাম কিন্তু কিছুই পেলাম না।

দ্বীপে ফিরে যেতে হলে ইসরাইলের জ্ঞান ফিরে আসার দরকার। যাতে তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসে তার জন্য তার চোখে মুখে জল দিতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ পরে ইসরাইলের জ্ঞান ফিরে এল। সে আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল—"তুমি এখানে কি করে এলে ?"

আমি বললাম—"জাহাজটি দখল করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। এখন আমিই এর ক্যাপ্টেন, আমার কথামত সব

কাজ করবে। প্রথমেই জাহাজ থেকে কালো পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে হবে।"

আমি পতাকা-দণ্ডের কাছে গিয়ে কালো পতাকাটি নামিয়ে 'ইউনিয়ন-জ্যাক' উড়িয়ে দিলাম।

ইসরাইলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে বলল—"তুমি নিশ্চয়ই চাও জাহাজটি এখন দ্বীপে পৌঁছাক। যদি তাই হয় তবে এ বিষয়ে তোমাকে একটা কথা বলব।"

আমি বললাম—"বল কি বলার আছে?"

—"আমি আহত, যদিও তোমার সেবায় এখন আমি অনেকটা সুস্থ, তবুও একথা সত্যি যে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

—"তবে কি উপায়?"

—"একটা মাত্র উপায় হল আমি যা বলব তোমাকে সে ভাবে কাজ করতে হবে। যদি তাই হয় তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা দ্বীপে পৌঁছুতে পারব। তবে জাহাজটা প্রথমে যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছানো মোটেই সম্ভব নয়, উত্তর খাড়িতেই জাহাজটি গিয়ে পৌঁছাবে।"

—"তাই হোক।"

আমি যে কেবিনে থাকতাম সেখানে গেলাম। মা' আমাকে একটা সুন্দর সিল্কের রুমাল দিয়েছিলেন, সেটি কেবিনে পেলাম।

ইসরাইলের উরুর যে জায়গায় ছোরার আঘাত লেগেছিল সেই রুমালখানি সেখানে বেঁধে দিলাম। কিছু খাবার এনে দিলে, সেগুলো খেয়ে সে তার পুরানো শক্তি কিছুটা ফিরে পেল।

খিদে লেগেছিল তাই আমিও কিছু খেলাম। এখন আর ভাবনা নেই—না খেয়ে মরার আর ভাবনা নেই—না খেতে পেয়ে মরবার ভয় নেই। জাহাজে প্রচুর ভাল ভাল খাবার রয়েছে আর রয়েছে পানীয় জল।

এরপর তার নির্দেশে আমি কাজ করতে লাগলাম। তবে আমাকে বেশী পরিশ্রম করতে হল না, কারণ হাওয়ার টানেই জাহাজটি এগিয়ে চলল। খুব হাওয়া বইছিল। আমাদের জাহাজটি ধীরে ধীরে পশ্চিমের হাওয়ায় এগিয়ে চলল। দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর দিকের খাঁড়ির মুখের দিকে জাহাজ এগিয়ে চলল।

খানিকক্ষণ পরে ইস্‌রাইল আমাকে বলল—"নতুন ক্যাপ্টেন, এবার একটা কাজ করতে হবে।"

—"কি করতে হবে ?"

—"ডেকের উপরে নাবিকের যে মৃত দেহটা রয়েছে সেটিকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে হবে।"

—"আমার শরীরে এত শক্তি নেই যে ওকে সমুদ্রে ফেলতে পারি।"

—"হতভাগ্য জাহাজ, শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জন একে ঠেলে নিয়ে যাব! জাহাজ যখন রওনা হয়েছিল তখন অনেক লোক-জন ছিল আর যখন ফিরে যাবে তখন তা'তে থাকবে মাত্র দু'জন। আমি শুনেছি তুমি নাকি অনেক পড়াশুনা করেছ। বলতে পার কেউ মারা গেলে তার আত্মা কি কখনও ফিরে আসে।"

—"একজনকে আহত করলেও তার আত্মাকে ত কিছু করা যায় না। পরলোক ত আমাদের নাগালের বাইরে, সেখানে গিয়ে সে হয়ত আমাদের সব কিছু দেখছে।"

একথা আমি বুঝেছিলাম যে, আবার জাহাজে ফিরে আসায় সে মোটেই খুশী হয় নি। আমি খুব সাবধানে সব কাজ করতে লাগলাম।

একসময়ে দেখলাম ইস্‌রাইলের হাতে একটা রক্ত মাখানো ছোরা। মৃত নাবিকের বুক থেকেই সেটি তুলে নিয়েছে। তা' দেখে আমি খুব সাবধান হলাম। সুযোগ পেলে ঐ ছোরা আমার

বুকে এসে লাগতে পারে। ইস্‌রাইলের গতি-বিধির দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

জাহাজ তীরের কাছাকাছি পৌঁছাল দেখে আমাদের দু'জনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

হঠাৎ একটা অদ্ভূত কাণ্ড ঘটে গেল। ইস্‌রাইল তার হাতের ছোরাটি আমাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। এ রকম হঠাৎ আক্রমনের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ভগবান খুব সহায় ছিলেন, তাই ছোরাটা আমার গায়ে লাগল না সত্যি কিন্তু মারাত্মক ভাবে আমি আহত হলাম। ছোরাটি তুলে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকের দিকে ছুঁড়ে মারলাম, সে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু পিস্তলের কোন আওয়াজও হল না গুলিও বেরুল না। বুঝলাম, সমুদ্রের জল লেগে পিস্তল অকেজো হয়ে গিয়েছে। অনুশোচনা হতে লাগল, জাহাজে উঠে কেন আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ করি নি।

আহত ইস্‌রাইল আমার দিকে ছুটে এল, আমিও ছুটে পালালাম। লুকোচুরি খেলার মত আমি পালাচ্ছি আর আমার পিছু পিছু ছুটছে ইসরাইল।

হঠাৎ জাহাজটা বালির চড়ে ধাক্কা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা দুলে উঠল। আমি তাল সামলাতে না পেরে ডেকে গড়িয়ে পড়লাম। ইসরাইলেরও একই অবস্থা হল। আমি এবার পকেট থেকে আর একটা পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়লাম। এবার হতভাগা আমার গুলিতে প্রাণ হারাল। যখন বুঝলাম নাবিকের দেহে আর প্রাণ নেই তখন মৃতদেহটা জলে ফেলে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটি সমুদ্রের অথৈ জলে তলিয়ে গেল।

আমি নিজেকে খুবই অসুস্থ মনে করছিলাম। পিঠে ও বুকে

বয়ে যাচ্ছিল গরম রক্তের ধারা খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলাম। সত্যি কথা বলতে কি তখন আমার মনে খুব ভয় করছিল।

ধীরে ধীরে আমার অবসাদ ভাব দূর হতে লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার ক্ষত জায়গাটি ব্যাথা করছিল সেখান থেকে রক্তও পড়ছিল। হাতের চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম।

জাহাজের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, একপাশে রয়েছে নাবিকের মৃতদেহটা। রেখে আর কি হবে, আমি দু'হাত দিয়ে সেটি তুলে জলে ফেলে দিলাম। মৃতদেহটা জলে ডুবে গেল, শুধু জলের উপর ভাসতে লাগল নাবিকের লাল রঙের মাথার টুপিটা।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, আর কিছুক্ষণের ভিতর কি করব তাই হল ভাবনা। আমি একা জাহাজকে কি ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব ?

দেখতে পেলাম উপকূলের বালি দেখা যাচ্ছে। মন আমার ফিরে যেতে চাইল কাঠের কেল্লায় ডাক্তারের দলের কাছে।

তারপর আমি লাফিয়ে ডাঙ্গায় নেমে বনের ভিতর দিয়ে কেল্লার দিকে এগিয়ে চললাম। ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল, চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আমি জানি কাউকে কিছু না বলে কেল্লা থেকে চলে আসায় আমার উপর ক্যাপ্টেন ও ডাক্তার খুব রেগে আছেন। কিন্তু যখন তারা জাহাজের খবরটা পাবেন তখন নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

॥ জল দস্যুর ঘাঁটিতে ॥

চাঁদ ক্রমেই আকাশের উপরে উঠতে লাগল আর আমি সেই আলোতে কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে একসময়ে কেল্লায় হাজির হলাম। প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কেল্লার এককোণে আগুন জ্বলছে, কেল্লার ভিতরে লোকজনের কোন সাড়া-শব্দ নেই। মনেই হয় না ভিতরে কেউ রয়েছে। আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম।

আগুন দেখেই আমি অবাক হয়ে গেলাম, এ ভাবে আগুন ধরানো ক্যাপ্টেন মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন বিনা প্রয়োজনে কাঠে আগুন যেন না দেওয়া হয়। তবে কি আমার অবর্তমানে এখানকার সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে! মনে একটা অজানা ভয় এসে দানা বাঁধল।

হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম, যাতে আমার আসা কেউ টের না পায়।

হামাগুড়ি দিয়ে কেল্লার ভিতরের ঘরটির দরজায় হাজির হলাম। ঘরের ভিতরটা খুব অন্ধকার।

ঘরের কোণ থেকে তোতা পাখী বলল—"আট মোহর, আট মোহর।"

এ যে লং-জনের প্রিয় পাখী ফ্লিন্ট—তবে কি তারা কেল্লা দখল করে নিয়েছে?

পাখীর ডাকে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। লং-জন বললে—"কে? আলো নিয়ে এস।"

বুঝলাম লং-জনের দলের কাছে আমি ধরা পড়েছি।

আলো এল। আমাকে দেখতে পেয়ে লং-জন বলল—"জীম তুমি! তুমি এখানে কি করে এলে?"

আমি কোন কথাই বললাম না, চুপ করে রইলাম।

লং-জন বলল—"জিম্, তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। কেন জানি না প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই আমার খুব ভাল লেগেছিল। তোমার কিন্তু ভাই আর নিজের দলে ফিরে যাবার উপায় নেই। এখন থেকে তুমি ক্যাপ্টেন লং-জনের লোক।"

আমি বললাম—"আমি তা' বুঝেছি। আমি জানতে চাই তোমরা এখানে এলে কি করে? আর আমার সঙ্গীরাই বা কোথায়?"

—"তুমি যখন জানতে চাইছ তখন সব কথাই বলছি। গতকাল ভোরে ডাক্তার সাদা পতাকা নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হলেন। জানতে চাইলেন, জাহাজটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি কেন? একথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি জাহাজ সেখানে নেই। ডাক্তার বললেন, আমাদের সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছে তাঁদের নেই। যদি আমরা চাই তবে তারা কেল্লাও ছেড়ে দিতে পারেন। তার বিনিময়ে আমরা যখন দেশে যাব তখন ডাক্তারদের যেন সঙ্গে নিয়ে যাই। তাঁর প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় কেল্লা ছেড়ে দলের সবাই চলে গেল। আমি তোমার কথা জানতে চাইলে বলেছিলেন—লড়াইতে আহত হওয়ার পর থেকেই তোমাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি বললাম—"আশা করি তোমার কাছ থেকে আমি খারাপ ব্যবহার পাব না।"

—"আমারও তাই আশা।"

আমাদের কথায় বাধা পড়ল। একজন বিদ্রোহী নাবিক নাম মরগেন চীৎকার করে বলল—"আমি একে হত্যা করব। এ ছোকরাই বিলবোন্সের কাছ থেকে দ্বীপের নক্সাটি নিয়ে গিয়েছিল।"

সে ছোরা নিয়ে আমার দিকে ছুটে এল।

তার কথা শুনে লং-জন রেগে গেল। সে চীৎকার করে বলল "টম মরগেন, তুমি কি নিজেকে দলের ক্যাপ্টেন মনে কর? আমি

তোমায় এমন শিক্ষা দেব যে তা দেখে ভবিষ্যতে কোন নাবিক ক্যাপ্টেনের কথা অবহেলা করতে সাহসী হবে না। আমার সামনে তুমি চোখ লাল কর কোন সাহসে? আমার বিরুদ্ধে যে গিয়েছে তার অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তা তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই।"

মরগেন একটু পিছিয়ে গেল, অন্য নাবিকেরা যেখানে বসেছিল সেখানে গিয়ে বসল।

শুনতে পেলাম দলের একজন বলছে—"মরগেন সত্যি কথাই বলেছে।"

আর একজন বলল—"ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।"

লং-জন বলল—"বুঝতে পেরেছি আমার কোন কথাই তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না। এক কাজ কর, তোমাদের ভিতর কেউ দলের দায়িত্ব নাও।"

কেউ এগিয়ে এল না। একটা কথাও বলল না।

লং-জন বলল—"আমি তোমাদের দলের ক্যাপ্টেন। আমি যা আদেশ দেব তা তোমাদের করতে হবে। তোমাদের কিছু বলবার থাকে তো বলতে পার।"

সবাই চুপ করে রইল।

শেষে একজন নাবিক বলল—"ক্যাপ্টেন আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাববার একটু সময় দিন।"

তারপর একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবাই বেরিয়ে গেলে লং-জন আমাকে বলল—"সবাই চায় তোমাকে মেরে ফেলা হোক। শুধু আমি একাই বিরোধিতা করছি।"

আমি বললাম—"তোমাকে ধন্যবাদ।"

লং-জন বলল—"আমার সঙ্গীরা এখন আর আমার হুকুম মত কোন কাজ করতে চায় না। ওদের সবার ধারণা আমি ডাক্তারের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা শঠ্ করেছি। তোমাকে আমার বিশেষ

প্রয়োজন। আমি জানি জাহাজ দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও আছে। কোথায় সেটি আছে তা' এক মাত্র তুমিই জান।"

—"সত্যি কথা বলছি, আমি জানি না জাহাজ কোথায় আছে।"

—"যদি তাই হয় তবে বিপদেরই কথা। আচ্ছা জিম্, তুমি বলতে পার ডাক্তার আমাকে দ্বীপের নক্সাটি দিয়েছে কেন।"

ডাক্তার দ্বীপের নক্সাটি তাকে দিয়েছে শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ডাক্তার শেষ পর্যন্ত এ কি করলে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লং-জন বলল—"আমার মনে হয় নক্সাটি দেবার পিছনে কোন মতলব রয়েছে।"

নাবিকেরা আবার ঘরে ফিরে এল। এক এক জন এক এক কথা বলতে লাগল।

লং-জন পকেট থেকে নক্সা বের করে মেঝেতে রেখে বলল— "এই হল দ্বীপের নক্সা। নক্সা যখন আমরা পেয়েছি তখন গুপ্তধন পাব। তবে যদি নিজেদের ভিতর ঝগড়া করি তবে গুপ্তধন নিয়ে আর দেশে ফিরতে হবে না। এখন তোমরা সবাই ভেবে দেখ কি করবে।"

নক্সা এক জনের হাত থেকে আর এক জনের হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর নাবিকরা সবাই একই সঙ্গে বলল—"লং-জনই আমাদের দলের নেতা।"

লং-জন বলল—"আমাকেই আবার ক্যাপ্টেন মনোনয়ন করছ। তোমাদের সবার আশা আমি পূরণ করতে চেষ্টা করব।

সেদিনকার মত ঝগড়া থেমে গেল।

ডাক্তার ও লং-জন

ভোরে কে যেন চেঁচিয়ে বলল—"ডাক্তার আসছে—ডাক্তার আসছে।"

কেল্লার সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

লং-জন এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে কেল্লার ভিতরে নিয়ে এল।

দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন।

ডাক্তার লং-জনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও কে? জীম্?"

লং-জন উত্তর দিল—"হাঁ।"

ডাক্তার বললেন—"আগে রোগী দেখে জিমের সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। আগে নিজের কর্তব্য, তার পর.সব কিছু।"

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন ও লং-জনের দলের যারা অসুস্থ ছিল তাদের প্রত্যেককে ওষুধ দিলেন। দুই দলে সন্ধি হয়ে গিয়েছে, তাই এখন আর ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এদের চিকিৎসা করবেন, তাই তাঁর আসা। রোগী দেখতে দেখতে সবার সঙ্গে কথা বলেন। রোগী দেখা শেষ হলে ডাক্তার বললেন—"আমি জিম্এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই।"

জর্জ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে ডাক্তারের কথা শুনে চীৎকার করে বলল—"তা হবে না।"

লংজন কাছেই ছিল, সে গম্ভীর গলায় বলল—"চুপ কর। ডাক্তার, আমাদের অনেক উপকার করেছেন। জীম্কে তিনি খুবই ভালবাসেন। এক কাজ করুন, আপনি কেল্লার পাঁচিলের ওপাশে থাকবেন আর জিম্ থাকবে এপাশে। ওপাশে থেকে আপনি কথা বলবেন।"

ডাক্তার লং-জনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে পাঁচিলের ওপাশে চলে গেলেন। লং-জন আমাকে নিয়ে পাঁচিলের কাছে গেল।

লং-জন বলল—"ডাক্তার এবার কথা বলুন। জিম আপনাকে

জানাবে কি ভাবে নাবিকদের হাত থেকে আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। মনে রাখবেন আজ শুধু জিমের জীবন সংশয় হয়ে উঠে নি, আমারও জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল।"

ডাক্তার বললেন—"লং-জন তুমি কি ভয় পেয়েছ ?"

লং-জন বলল—"ডাক্তার, আমি কাপুরুষ নই। সত্যিই যদি ভয় পেয়ে থাকি তবে তোমাকে বলব কেন ! তোমাকে আমি ভাল মানুষ হিসেবে জানি। তাই তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই জিমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছি। আর তাকে একা রেখে দূরে সরে যাচ্ছি। তোমরা কথা বল।"

আমাকে সে বলল পালাবার চেষ্টা করলে বিপদ হবে। বন্দুক হাতে একটু দূরে সে বসে রইল। আমরা কথা বলতে সুরু করলাম।

ডাক্তার বললেন—"জিম্, তুমি আমাদের দল ছেড়ে এ-দলে এসেছ। ক্যাপ্টেন সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই এ কাজ করতে সাহস হত না। ক্যাপ্টেন যখন অসুস্থ তখন ভীরুর মত পালিয়ে এসেছ। এ সত্যিই খুব অন্যায় হয়েছে।"

আমি বললাম—"আপনারা আমাকে অপবাদ দিতে পারেন। লং-জন না থাকলে এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না, নাবিকদের হাতে আমার প্রাণ যেত। এদের অত্যাচারকে আমার শুধু ভয় হয়।"

—"তুমি পালিয়ে এস।"

—"আমি কথা দিয়েছি পালব না।"

—"তুমি লাফিয়ে পাঁচিলটা পার হয়ে এস, আমরা দৌড়ে পালিয়ে যাব। তোমাকে এখানে রেখে যেতে মন চাইছে না।"

—"তা হয় না, লংজন আমাকে বিশ্বাস করে। আর তা, ছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা করা আপনার উচিত নয়। আপনাদের ভয় নেই। জাহাজ দ্বীপের উত্তর দিকে রয়েছে।"

—"জাহাজ!"

আমি ডাক্তারকে আমার জাহাজ অভিযানের সব কথা বললাম।

সব শুনে ডাক্তার বললেন—"জিম্, তুমি বার বার আমাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ। তুমি বেনগানকে খুঁজে বের করেছ, আবার তুমিই জাহাজটি বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করেছ।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লং-জনকে ডাক্তার বললেন—"লং-জন, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।"

লংজন বলল—"কি কথা? বলুন।"

লং-জন এগিয়ে এল।

ডাক্তার বললেন—"গুপ্তধনের জন্য প্রাণ না দিলেই কি ভাল হয় না?"

লং-জন বলল—"জানি না কেন আপনি একথা বলছেন। জানি না আপনাদের কি মতলব, কেন আপনারা কেল্লা ছেড়ে চলে গেলেন, কেনই বা দ্বীপের নক্সা আমাকে দিলেন। সত্যি কথা বলতে কি এখনও কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। আমার অনুরোধ—আমরা যখন গুপ্তধনের খোঁজে বের হব তখন আমি আর জিম্ যাতে কোন বিপদে না পড়ি, প্রাণ না হারাই সেদিকে লক্ষ্য রাখলে আমাদের বিশেষ উপকার হবে।"

ডাক্তার বললেন—"তাই হবে, তোমরা যখন গুপ্তধনের খোঁজে বেরুবে তখন যাতে কোন বিপদ না ঘটে তার চেষ্টা করব। আমার অনুরোধ—তুমি জিম্‌কে সকল সময় তোমার কাছে রাখবে। সব সময় মনে রাখবে প্রয়োজন হলেই আমার সাহায্য পাবে। আচ্ছা বিদায়।"

কথা শেষ করে ডাক্তার বনের ভিতর অদৃশ্য হল।

গুপ্তধনের সন্ধানে

পরদিন সকালে—

ঘুম থেকে উঠেই খাবার তৈরীর কাজ সুরু হল। সবার মন খুশী। প্রতিটি কাজে তাদের খুব উৎসাহ দেখা গেল।

লং-জন এক সময়ে আমাকে একা পেয়ে চুপি চুপি বলল—"আমি জানি তোমার উপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ডাক্তার যখন তোমাকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন তখন তুমি রাজী হও নি। কোন কিছু আমার চোখ এড়িয়ে যায় না। এখন সবাই গুপ্তধনের খোঁজে বেরুব। আমাদের এ অভিযানের ফলে কিন্তু যে কোন সময়ে বিপদ হতে পারে। তুমি সকল সময় আমার কাছে-কাছে থাকবে। মনে রেখ —প্রথমে নিজেদের বাঁচতে হবে, তারপর আর সব কিছু।"

একটা জিনিস দেখতে পেলাম। সেটি হল নাবিকদের যার যা খুশী তাই করছিল। লংজন সবই দেখল কিন্তু কাউকে কোন কথা বলল না।

এক সময়ে লং-জনকে নাবিকদের কাছে বলতে শোনা গেল— "আমি যখন যা চেয়েছি তাই হয়েছে। আমার ধারণা আমরা জাহাজটি খুঁজে পাবই। জানি না জাহাজ এখন কোথায়। গুপ্ত-ধনের পরই আমাদের অভিযান হবে জাহাজ খুঁজে বের করা।

সবাই তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে কেল্লা থেকে বেরুল গুপ্তধনের সন্ধানে। সবার কাছেই অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

লং-জনের সঙ্গে ছিল ছুটো বন্দুক, তার কাঁধে বসে ছিল প্রিয় পাখী ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট।

নাবিকদের কারোর হাতে ছিল থলে আর মাটি কাটার শাবল। কেউ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ছুপুরের খাবার।

চলতে চলতে লং-জন নাবিকদের কাছে অনেক কথাই বলল

যাতে তার উপর আবার বিশ্বাস ফিরে আসে। নাবিকদের কেউই মোটেই তার কথায় কান দিল না। নক্সাটি নিয়ে নিজেদের ভিতর আলোচনা করতে লাগল।

নক্সায় যে পথের নির্দেশ দেওয়া আছে সে পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলাম।

আমাদের আগে আগে যে নাবিকটি যাচ্ছিল সে হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে উঠল। চীৎকার শুনে সবাই ছুটে গেল যেখান থেকে চীৎকার ভেসে আসছিল।

সবাই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, মাটিতে রয়েছে একটা মানুষের কঙ্কাল।

মরগেন বলল—"ফ্লিণ্টের দলের কোন নাবিকদের কঙ্কাল এটি।"

কঙ্কালটির হাত দু'খানা মাথার উপর দিয়ে সোজা অবস্থায় রয়েছে।

লং-জন বলল—"এ ভাবে কোন মৃত দেহ থাকতে পারে না। এ নিশ্চয়ই কোন কিছুর নির্দেশ।"

পকেট থেকে কম্পাস বের করে দেখল, মৃত দেহটা সোজা পূর্ব মুখে রয়েছে।

লং-জন বলল—"ক্যাপ্টেন ছ'জন নাবিককে নিয়ে দ্বীপে নেমে ছিলেন। কিন্তু সেই ছ' জনের কেউ জাহাজে ফিরে যায় নি। ক্যাপ্টেন দিক নির্দেশের জন্যই তাদের একজনকে মেরে এভাবে রেখে গিয়েছিল।"

কঙ্কালটির হাত দুটো যে দিকে ছিল আমরা সে দিকে এগিয়ে চললাম। কিছু পথ গিয়েই একটা লম্বা গাছ দেখা গেল।

লম্বা গাছ দেখে লং-জন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল—"এই ত লম্বা গাছ। ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের নক্সায় লেখা রয়েছে—

'দূরবীণ পাহাড়ে একটা গাছ উত্তর-পূর্ব কোণে উত্তর দিক মুখ করে রয়েছে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের পূর্ব দিকে কঙ্কাল দ্বীপ।'

—'দশফুট।'

রূপার তালগুলো উত্তর দিকের গর্তে রয়েছে। কালো পাহাড় থেকে দশ ফ্যাদম দক্ষিণে গেলেই সেখানে হাজির হবে।"

সবার মুখে খুশীর ভাব ফুটে উঠল। নাবিকেরা গান ধরল—

মরা মানুষের সিন্দুকে ভাসছে পনেরো জন,
হো—হো—হো এক বোতল মদ,
মদ খাও আর ফুর্তি কর খুশী রাখ মন,
হো—হো—হো এক বোতল মদ!

নক্সায় রয়েছে গাছের নীচে দশ ফুট মাটি খুঁড়লেই গুপ্তধন পাওয়া যাবে। কিন্তু হায় মাটি আর খুঁড়তে হল না, আমরা সেখানে যাবার আগেই কে মাটি খুঁড়েছে, তুলে নিয়ে গেছে গুপ্তধন। আশে পাশে পড়ে রয়েছে শুধু কয়েকটা কাঠের বাক্স।

বিপদ বুঝে লং-জন আমার হাতে একটা পিস্তল দিয়ে বলল—"এবার হয়ত এরা রেগে গিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে চাইবে। খুব সাবধান!"

মাটি আগে থেকে খুঁড়ে ফেলা হয়েছে দেখে নাবিকদের মুখ থেকে নানা ধরণের অসন্তোষের নানা কথা বের হতে লাগল। কেউ কেউ গর্তের ভিতরে নেমে আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। গর্তের ভিতর থেকে একটা দুই গিনির মোহর পাওয়া গেল। মোহরটি এর হাত থেকে ওর হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নাবিকদের ভিতর মেরী সবচেয়ে বেশী রেগে গেল। সে বলল—"লং-জন এই তোমার হাজার হাজার পাউণ্ড মোহর?"

লং-জন বলল—"মাটি খুঁড়ে দেখ।"

—"মাটি খুঁড়ে কি হবে?"

—"কেন তুমি মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছ। তুমি প্রথম থেকে আমাদের কাছে মিথ্যে বলে এসেছ—এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।"

লং-জনের কথা সত্যি কিনা তা দেখার জন্য সবাই মাটি খুঁড়ল। কিন্তু হায় কিছুই পেল না।

"নক্সা দেখিয়ে লং-জন এতদিন আমাদিগকে লোভ দেখিয়ে এসেছে। ও নিশ্চয়ই ডাক্তারের দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সময় নষ্ট করেছে। আর সময় পেয়ে ডাক্তার সব ধন-রত্ন সরিয়ে ফেলেছে। আমাদের সবাইকে হয়রানি করার উপযুক্ত শাস্তি লং-জনকে পেতে হবে।"—একথা বলে একজন গর্ত থেকে উপরে উঠে এল আর অপরেরা তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

সবার হাতে বন্দুক, লক্ষ্য আমরা দু'জন। একই সঙ্গে সবার বন্দুক গর্জে উঠল। আমরা দু'জনে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। এদের মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। তারা বন্দুক হাতে ছুটতে লাগল।

পিছন থেকে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হল। দু'জন নাবিক বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। পিছনের গাছের আড়াল থেকে বন্দুক হাতে ছুটে এল ডাক্তার, আব্রাহম গ্রে আর বেনগান।

তিনজন নাবিক পালিয়ে গেল বনের ভিতরে।

তিন জন নাবিক পালিয়ে গেল আর আমরা বেনগানের গুহার দিকে চলতে লাগলাম।

পথ চলতে চলতে সব শুনলাম।

সেদিন ডাক্তার কেল্লা থেকে বেরিয়ে বেনগানের গুহাতেই গিয়েছিলেন। ডাক্তারকে বেনগান বলেছিল গোপন কথা—আমাদের জাহাজ দ্বীপে আঁসার কয়েক মাস আগে সে গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল। মাটি খুঁড়ে সব ধন-রত্ন নিয়ে গিয়েছিল তার গুহায়। সব কিছুই ডাক্তারের হাতে তুলে দিতে রাজী শুধু এক সর্তে, ডাক্তার যখন দেশে ফিরবেন তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে নিজের দেশে ও তার প্রাপ্য অর্থ তাকে দিতে হবে।

ডাক্তার তার প্রস্তাবে রাজী হলেন।

গুপ্তধন পাওয়ায় নক্সাটির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। ঠিক হল ডাক্তারের দলের সবাই বেনগানের গুহাতে গিয়ে থাকবে। তাই ডাক্তার নক্সাটি লং-জনকে দিলেন আর কেল্লাও ছেড়ে দিলেন।

আমরা গেলাম বেনগানের গুহায়।

গুহাটি বেশ বড়। গুহার এক জায়গায় আগুনের পাশে শুয়ে ছিল অসুস্থ ক্যাপ্টেন স্মলেট। গুহার কোণে ছিল মোহরের থলি জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের সারা জীবনের সঞ্চয়—সাত রাজার ধন। যার জন্য আমাদের জাহাজের সতের জন প্রাণ দিয়েছে। এরি জন্য আমাদের হোটেলে হানা দিয়েছিল জলদস্যুরা। ক্যাপ্টেন বিলস্-এর কাছ থেকে নক্সা নিয়ে আসার জন্য তারা ছুটে গিয়েছিল আমাদের হোটেলে।

তারপর সুরু হল দেশে ফিরে যাবার আয়োজন। আমরা সবাই একটির পর একটি থলি মোহর দিয়ে বোঝাই করলাম। নৌকা করে সব ধনরত্ন নিয়ে যাওয়া হল জাহাজে। বেনগানের গুহা ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল।

একদিন ভোরে আমরা সবাই জাহাজে উঠলাম। গুহা থেকে আসবার সময় যে তিনজন নাবিক সেদিন পালিয়েছিল তাদের জন্য গুহায় রেখে এলাম কিছু খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র।

সমুদ্রে যাবার আগে শেষবারের মত দ্বীপটি দেখবার জন্য আমরা সবাই জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম।

জাহাজকে চলে যেতে দেখে যে তিনজন নাবিক পালিয়েছিল তারা তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। নতজানু হয়ে চীৎকার করে অনুরোধ জানাল তিনজনকে জাহাজে তুলে নেবার জন্য। তারা আর কিছু চায় না, শুধু দেশে ফিরে যেতে চায়।

তিন জনের কাতর অনুরোধ আমাদের সবার মনেই দয়া হল।

কিন্তু সঙ্গে নেবার সাহস হল না। তিনজনকে সঙ্গে নিলে তারা আবার লং-জনের সঙ্গে মিশে বিদ্রোহ করতে পারে। তখন দেখা যাবে তারাই গুপ্তধন আর জাহাজের মালিক হয়েছে। তাই আমাদের সাহস হল না সঙ্গে নেবার।

ক্যাপ্টেন নাবিকদের জানিয়ে দিলেন পথে কোন জাহাজ দেখলে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের জানালেন বেনগানের গুহাতে খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

তারপর জাহাজ এক সময়ে চলতে সুরু করল, ধীরে ধীরে দ্বীপটি আমাদের কাছে থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

আমরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলাম। এত অল্প লোক দিয়ে একটা জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তবু আমরা এগিয়ে চললাম। ক্যাপ্টেন নিজে অসুস্থ থাকায় তাঁর নির্দেশ মত আমরা জাহাজটি চালাতে লাগলাম।

নাবিক সংগ্রহের জন্য আমাদের জাহাজ এক বন্দরে থামান হল।

কয়েকজন নাবিক সংগ্রহ হলে জাহাজ আবার বন্দর ছেড়ে ব্রিস্টলের দিকে রওনা হল।

জাহাজের নোঙ্গর যখন তোলা হচ্ছিল সে সময় বেনগান জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ডেকে গেলে বেনগান বলল—"লং-জন পালিয়েছে।"

এ কথা মোটেই আমাদের বিশ্বাস হয়নি। তাই জাহাজের সব জায়গায় খোঁজ করা হল কিন্তু কোথাও লং-জনের দেখা মিলল না। তবে জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় লং-জন কিন্তু খালি হাতে যায় নি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এক থলি মোহর। তা যাক্, সে জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমরা খুশীই হলাম।

জাহাজ একদিন ব্রিস্টলে পৌছুল। আমরা সবাই সব ধনরত্ন সমান ভাগে ভাগ করে নিলাম।



ভারতীয় বাহিনীর নব-জাগরণ

শ্রীসুধাংশু সেন

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা